পরিবেশ বিষয়ক মাসিক-

মার্চ ২০১৯, দাম-২ টাকা
REGD.RNI NO.-WBBEN/2011/41525

আজকের বসুন্ধরা

আগামী সংখ্যায় থাকছে
জল

বিশেষ সংখ্যা-
কচ্ছপ

অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা
(প্রকৃত-১১তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)

আজকের বসুন্ধরা

বিশেষ সংখ্যা - কচ্ছপ ★ মার্চ ২০১৯

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৩

★ নারী শক্তি ঃ সুন্দরবনের উন্নয়নের পথ ৪

পরিবেশ ঃ

★ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দূষণহীন গ্রাম হল্যান্ডের গির্থন - যেখানে কোন সড়কপথ নেই, সবটাই জলপথ ৫

বিজ্ঞানের খবর-২৮ ঃ

★ জলে সিসা সনাক্তের যন্ত্র আবিষ্কার ★ ৩২০০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ★ মুখ দেখলেই খুলে যাবে ফেসবুক ★ জ্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখলে শরীর ঠাণ্ডা ★ দূষণ রোধে যন্ত্র আবিষ্কার ৬

অলৌকিক-২৫ ঃ

★ হাত নেই, পা দিয়ে প্লেন চালাচ্ছেন ৬

এখনও মেয়েরা-২৯ ঃ

★ গিনেস বুকে 'পা' ★ টাকা না আনায় বধূ খুন ★ পণ না পেয়ে স্ত্রী-র কিডনি বিক্রি ★ বধূকে পুড়িয়ে মারলো ★ পণের বলি ★ নারীদের দ্বীপ ৭

বাংলাদেশ-২৪ ঃ

★ বছরে ইলিশ থেকে আয় হয় ২৫ হাজার কোটি ৭

শিক্ষা-১২ ঃ

★ চিনা ভাষাকে পাক স্বীকৃতি ৮

নীতিবিজ্ঞান - ২৬ ঃ

★ হাসপাতাল নয়, গুরুর ছবিতেই ভরসা করে মৃত্যু শিশুর ৮

প্রশ্ন উত্তর - ৩১ ঃ ৮

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-২৮ ঃ

★ গ্রিনটি ঃ জেনে রাখুন ★ চিনে ৪০% মানুষের পায়খানা নেই ★ সিক্স এস ঃ সাবধান ★ ফুসফুস প্রতিস্থাপন ★ বোবার অভিনয় সত্যি হল ৯

ডেনমার্ক - ২৮ ঃ ★ নির্মীয়মান মসজিদের উদ্বোধন '১৮য় ৯

উদ্ভিদ ও চাষবাস ঃ

★ আমুর (৪৪) - ড. সুভাষ মিস্ত্রী ★ লেবুর দাম ৭৬০০ টাকা ★ দেশি মাগুর চাষ ১০

পকেটমার থেকে বাঁচতে - ৩৬ ঃ

★ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হলে কী করবেন ★ জাল দলিলেই ব্যাঙ্ক থেকে ১৫ কোটি ঋণ ১০

কি বিচিত্র এই প্রাণীজগৎ-২৯ ঃ

★ মাংসখেকো সামুদ্রিক কীটের কবলে কিশোর ★ চিড়িয়াখানা ছেড়ে জঙ্গলের পথে পান্ডা ১১

গৃহিনীদের টিপস্ - ৪১ ঃ

★ রান্নাঘরের টিপস ১১

সুস্থ থাকার টিপস্ - ৮৯ ঃ

★ নিজের উপর আত্মবিশ্বাস হারাবেন না ১১

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ খবর ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ১২

সাপের কেটে মৃত্যু ঃ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮ ১৩

সাহিত্য সংস্কৃতি-২২ ঃ

★ সুন্দরবনের বাসন্তীতে ভাষা দিবস ১৪

★ কবিতা ঃ উপোস - সাহিনা সরদার ১৪

আইনি অধিকার - ২৯ ঃ

★ রাস্তায় গাড়ি রাখা যাবে ৪৫০ টাকায় ★ সৌদিতে বোরকা বাধ্যতামূলক নয় ★ মহার্ঘ তাজমহল ★ ৮০ দেশের জন্য কাতার ভিসাহীন ১৫

জীবিকা - ১০ ঃ ★ ভিখারির আয় চার লক্ষ টাকা ১৫

কচ্ছপ সম্পর্কিত ঃ

★ স্থল কচ্ছপ বাঁচাতে নিবিড় চাষ জরুরি- সাহানওয়াজ সরদার ৩

★ বিশ্ব কাছিম দিবস - তপন সরকার ৫

★ সমুদ্রে বেশি মাছ ধরায় কচ্ছপের আনাগোনা বন্ধ হচ্ছে ৫

★ স্থল কচ্ছপ বাঁচাতে নিবিড় চাষে চাই সরকারি স্বীকৃতি - দীপিকা বিশ্বাস ৬

★ মানুষের লোভ লালসায় লুপ্ত হচ্ছে অদ্বৈতরা - রাজারাম গোমস্তা ৭

★ কচ্ছপ খরগোশের দৌড় - অপরেশ মণ্ডল ৮

★ কচ্ছপ সংরক্ষণের উদ্যোগ জলপাইগুড়িতে ★ স্টার কচ্ছপ ৯

★ বিপন্ন কচ্ছপের সফল প্রজনন ১০

★ কচ্ছপ ঃ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ১১

★ লুপ্ত কচ্ছপের পুনরুদ্ধার - জর্জ মল্লিক ১৫

সম্পাদকের কথা

অষ্টম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (প্রকৃত ১১তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)

সাপের কামড়ে মরে ঘোড়াও

আমি 'Apd বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী' হোয়াটস্‌অ্যাপ গ্রুপে যুক্ত আছি। গত ১৮ আগস্ট এখানে একটা পোস্টিং দেখলাম - 'সাপের কামড়ে হাতি মারা যায়। কিন্তু বেশি বিষ ঢুকলেও ঘোড়া মরে না। তিনদিন অসুস্থ থাকে। তারপর সুস্থ হয়ে যায়। ভারতে গাদা গাদা অ্যান্টি ভেনাম প্রস্তুতকারক কোম্পানি আছে।'

এই ফেক নিউজের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখলাম গুগলে লোড করা BANGLA si TV, Bangla R Reporter ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বাংলাদেশের চ্যানেলে ভয়েজ রেকর্ড সহ ফেক নিউজটি ঘোরাফেরা করছে।

দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পারি, বিষাক্ত সাপের কামড়ে পৃথিবীর সব রকমের প্রাণী মারা যাবেই। ঐ প্রাণীর দেহ আয়তন অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় মাত্রায় নির্দিষ্ট সাপের বিষ দেহে প্রবেশ করলে অবশ্যই ঐ প্রাণী মারা যাবে। যেমন গোখরো কামড়ালে যদি ১৫ মিগ্রা. বিষ মানবদেহে প্রবেশ করে তবে মানুষ মারা যায়। কিন্তু যদি ২/৩ মিগ্রাঃ বিষ দেহে প্রবেশ করে তবে মানুষ মরে না। কিন্তু কালাচ সাপ কামড়ালে মাত্র এক মিগ্রা. বিষে মানুষ মারা যাবে। সাপের বিষের প্রতিষেধক তৈরির জন্য ঘোড়ার দেহে অল্প মাত্রায় সাপের বিষ প্রবেশ করানো হয়। ঐ বিষ প্রতিরোধের জন্য প্রকৃতিগত ভাবে ঘোড়ার দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়।

এরপর ৪ পাতায়

'স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা মানুষ ঘুমিয়ে দেখে; স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না।' — ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালাম

সম্পাদকীয়

আনন্দবাজার পত্রিকা সোমবার ৯ জানুয়ারি ২০১২

বিরল কচ্ছপ বাঁচাল ছোট্ট স্বরাজ

লক্ষ্মীপুজোর দিন সকালে ভরতগড়ের এক চাষির মাছ ধরার জালেতে ধরা পড়ে ৭টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। চাষি সেগুলো নিয়ে আসেন বিক্রির জন্য। সেই সময় মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল স্বরাজ। সে বায়না ধরে, টিফিনের জমানো টাকা দিয়ে কিনে ছানাগুলোকে পুষবে। এতটুকু ছেলের আগ্রহ দেখে চাষি ৪০০ টাকাতেই ছানাগুলো দিয়ে দেন। স্বরাজ পুকুর পাড়ে বাচ্চাগুলোকে রাখতেই সেগুলো দৌড়ে জলে নেমে যায়। ছোট ছেলেটির এই কাজে গ্রামের সকলেই খুশি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তী থানার জয়গোপালপুরের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র স্বরাজ মহাকুড়। ছোট থেকেই দেখে আসছে বাবা পুকুরে কচ্ছপ পোষেন। মানুষ কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি পোষে, কিন্তু কচ্ছপ তো কেউ পোষে না, পেলেই খেয়ে নেয়। বাবার কাছেই শুনেছে, মানুষ আর কয়েক বছরের মধ্যে সব কচ্ছপ খেয়ে ফেলবে। ঘুম থেকে উঠেই স্বরাজ ছুটে যায় পুকুরের পাড়ে, কচ্ছপের টানে। ছড়িয়ে দেয় টিফিনের অংশ। সম্প্রতি তাদের পুকুরে কচ্ছপের কয়েকটি ছানা হয়েছে। তাই টান আরও বেড়েছে। বড়দের কাছ থেকে পাওয়া পুজোর খরচ ও রোজকার টিফিনের টাকা স্বরাজ জমিয়ে রাখে। তাই দিয়েই ও তাদের লালনপালন করে।

প্রসূন হালদার। বাসন্তী, দঃ চব্বিশ পরগনা

কচ্ছপের ছানা হাতে স্বরাজ মহাকুড়। চন্দন মহাকুড়ের তোলা ছবি।

স্থল কচ্ছপ বাঁচাতে নিবিড় চাষ জরুরি

সাহানওয়াজ সরদার ঃ সাধারণত জলের কচ্ছপকে টার্টল ও স্থলের কচ্ছপকে টরটয়েস বলে। জলকচ্ছপ সংখ্যাধিক্যের জন্য এখনও টিকে থাকলেও স্থলকচ্ছপ প্রায় শেষ। যা দু-একটা আছে তাও কচ্ছপ শিকারীরা খুঁজে খুঁজে বার করে শেষ করে চলেছে যতদিন না শেষ কচ্ছপটি ধরা পড়ে। জলকচ্ছপ ধ্বংসের বিরুদ্ধে সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা নিলেও, স্থলকচ্ছপ বাঁচানোর কোন উদ্যোগ নেই। এখনও দীঘায় উপকূল থেকে অবাধে পাচার হচ্ছে এই কচ্ছপ। ১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন ২০০৩ সালে সংশোধিত হওয়ার পর ২০০৮ সালেও সেই আইনের প্রয়োগ নেই। কচ্ছপ এই আইনের আওতায় পড়েও পুলিশ ও বনকর্মীদের সামনেই বধ হচ্ছে, রক্ষা পাচ্ছে না।

ওড়িশার গঞ্জাম জেলার ধানিকুল্য ও দেবী নদীর মুখে এবং কেন্দ্রপড়া জেলার ভিতরকণিকা বালুতটে দলে দলে ডিম পাড়তে আসে অলিভ রিডলে, যাদের মানুষ ও পশু খেয়ে ফেলছে। ২০০৩ সালে একটি জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই কচ্ছপ রক্ষার জন্য রাজ্যকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয় ওড়িশা হাইকোর্ট। প্রাত্যহিক কাগজে কচ্ছপ পাচার ও খোলা বাজারে বিক্রির খবর প্রায়ই পেয়ে থাকি।

সুন্দরবনবাসী হিসাবে ছেলেবেলা থেকে কচ্ছপের সঙ্গে পরিচিতি। মা-দিদিমারা বলতেন, কচ্ছপ একবার কামড়ালে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না। যদিও ধারণাটি ভ্রান্ত। কচ্ছপ দন্তহীন, কামড়ায় না। প্রাচীন গ্রন্থে কূর্ম অবতারের উল্লেখ আছে। কচ্ছপ-খরগোসের গল্প সবার জানা। স্থলে এরা মিনিটে পাঁচ গজ যেতে পারে। কিন্তু জলে গতি ঘণ্টায় ৩২ কিমি হতে পারে। কচ্ছপ পোষ মানে।

কুড়ি কোটি বছর আগে ডাইনোসরদের যুগ থেকে এখনও কোনও পরিবর্তন ছাড়াই কীভাবে এরা টিকে রয়েছে ভাবলে আশ্চর্য লাগে। এরা সরীসৃপ। চিলোনিয়া বর্গের, পিঠ ও পেটের দিকে দুটি শক্ত বাটির মতো খোলস – ক্যারাপেস ও প্লাসটান, বিপদে দেহ খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। শ্রবণশক্তি ভাল, ভাল দৃষ্টিশক্তি, লাল রং চিনতে পারে। খাদ্য - শামুক, মাছ, ব্যাঙ, চিংড়ি, ঘাস ও অন্যান্য উদ্ভিদ। পছন্দ - পচাগলা শাকসব্জি ও প্রাণী। খায় খুব ধীরে। ঠাণ্ডা রক্ত হওয়ায় শীতে গর্তে আশ্রয় নেয়। চার-পাঁচ মাস থাকে অন্য স্থানে। বাঁচে একশ-দু'শ বছর। ৯ সেমি (লেদার ব্যাক) থেকে ২ মিটার লম্বা ও ৬০০ কেজি পর্যন্ত ওজনের টার্টল দেখতে পাওয়া যায়। বিপন্ন কচ্ছপের (হকসবিল) ছবি দিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল ব্রাজিল, ১৯৮৭-তে।

প্রজনন ঘটে নভেম্বর-ডিসেম্বরে। বিশ্বের বারোটি উপকূলে এরা ডিম পাড়ে, যার মধ্যে বঙ্গোপসাগরে তিনটি। ডিম পাড়ার সময় ছাড়া সামুদ্রিকরা কখনও ডাঙায় ওঠে না। দু'বছর অন্তর সমুদ্র কিনারা থেকে ১০০-৪০০ ফুট নিরাপদ দূরত্বে বালি সরিয়ে রাত্রে ৫০ সেমি গভীর গর্ত করে ৫০-২০০টা ডিম পেড়ে বালি দিয়ে

এরপর ৪ পাতায়

নারী শক্তি ঃ সুন্দরবনের উন্নয়নের পথ

শ্রীমন্ত সওদাগর ঃ বাসন্তীর জয়গোপালপুরে ৩ দিনের (২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি) সুন্দরবন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও লোকসংস্কৃতি উৎসব শেষ হল। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র (JGBK) বিগত ১৯ বছর ধরে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষের শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, জীবন-জীবিকা ও সামগ্রিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করছে। সেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জেজিবিকে ও বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনের যৌথ উদ্যোগে এই উৎসবে বক্তারা সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শেষদিনে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বিবেকানন্দ কারিগরি কলেজ, শিশুপার্ক ও একটি কমিউনিটি কিচেনের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডেনমার্কের হল্ডার তোপসো পরিবারের কন্যা বিরগীট ওয়গার্ড, জামাতা অ্যাডাম ওয়গার্ড, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, প্রবাসী বাঙালি ডেনমার্কের আইজেএফ-এর সভাপতি অধ্যাপক গণেশ সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও আইজেএফ-এর সদস্যা ডাঃ লেনা জেনসন, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী ব্লকের প্রাণী সম্পদ আধিকারিক, ডাঃ প্রদীপকুমার মণ্ডল, ওসি সত্যব্রত ভট্টাচার্য, আমেরিকা তনয়া মিসেস কেলিন ডাওলার, সাংবাদিক সাজাহান সিরাজ, প্রভুদান হালদার প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড়। সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক আকবর সেখ।

সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নারী শক্তির বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মায়েদের কায়িক শ্রমে যেমন এক একটি সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, তেমনি সবার যৌথ প্রয়াসে সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। সাংসদ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রের উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

এই উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মায়েদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। সাংস্কৃতিক মঞ্চে নাচ, গান, বাউল প্রভৃতি সংগীত পরিবেশিত হয়।

তিনের পাতার পর

স্থল কচ্ছপ বাঁচাতে নিবিড় চাষ জরুরি

ঢেকে দেয়। ডিম সাদা, ওজন – ৪০-৬০ গ্রাম। ৩-৮ সপ্তাহে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে ডিম থেকে মাত্র কয়েক শতাংশ (২৫-৩০টা) বাচ্চা হয়। কৃত্রিম পদ্ধতিতে বাচ্চা হয় অনেক বেশি। বালির ওপর উত্তপ্ত সূর্যকিরণ ডিমে তা দেওয়ার কাজ করে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে প্রাণপণে সমুদ্রের দিকে ছোটে। বাঁচার জন্য এটাই এরে জীবনের সেরা উপায় (লড়াই)। এজন্য প্রাকৃতিক নিয়মে রাত্রের দিকে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। যাতে ভোরের আলো পৌঁছনোর আগে সমুদ্রে যেতে পারে। ব্যতিক্রমে ৯০ শতাংশের মৃত্যু অবধারিত।

আশ্চর্যের বিষয়, ডিম পাড়ার সময় হলে স্থল কচ্ছপ জন্মস্থানকেই সর্বাপেক্ষা অনুকূল ও আদর্শ স্থান বলে মনে করে। ফলে নিজ জন্মস্থানে পৌঁছতে প্রয়োজনে ২০০০ মাইল পাড়ি দিতেও ইতস্তত করে না। সহজাত স্মৃতিশক্তি এদের সাহায্য করে। মালয়েশিয়ার 'কুয়েনটি বেঙ্গানু'র ২৭ মাইলব্যাপী বেলাভুমি 'লুথ' প্রজাতির কচ্ছপের ডিম পাড়ার স্থল। একইভাবে হাজার হাজার কচ্ছপকে পারাদ্বীপের উপকূলরেখা বরাবর ডিম পাড়ার জন্য আসতে দেখা যায়। এই সময় এরা কোনও বাধার ভ্রূক্ষেপ করে না। এখন সব কচ্ছপই বিরল পর্যায়ের। বঙ্গোপসাগরের মোহনায় নিত্যদিন জাহাজের যাওয়া-আসায়, প্রপেলারের আঘাতে জখম হয়ে সাগরদ্বীপের উপকূলে বিরল প্রজাতির কচ্ছপগুলিকে প্রায়ই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সহজাত প্রবৃত্তিতে জন্মস্থানে ডিম পাড়তে আসার সময় জলচর কচ্ছপ হাজারে হাজারে মারা যায়। বেশিরভাগটাই মানুষের হাতে। এর মাংসের চাহিদা অত্যধিক। কারণ কুসংস্কার, এর মাংস নাকি যৌবন ধরে রাখে। সামুদ্রিক দূষণও এদের সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায়ের তাগিদে কচ্ছপদের বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। কারণ নদী পরিষ্কার রাখতে ও জলদূষণ রোধ করতে এদের জুড়ি নেই। এরা হল নদীর ঝাড়ুদার। কঠোর ব্যবস্থা না নিলে এই আশ্চর্য স্মৃতিধর প্রাণীটিকে আমরা অবশ্যই হারাব। অন্যদিকে স্থলকচ্ছপ রক্ষার কোন সরকারি উদ্যোগ নেই কেন?

সাপের কামড়ে মরে ঘোড়াও

দুয়ের পাতার পর

কিন্তু এই অ্যান্টিবডি একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যাপ্ত উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু যদি বেশি পরিমাণে বিষ প্রবেশ করানো হয় তবে ঘোড়াও অবশ্যই মারা যাবে।

সাপের বিষ প্রতিহত করার অ্যান্টিবডি বেঁজির দেহে মজুত থাকে না। অনেকের ধারণা এক বিশেষ গাছ/গাছের মূল খেয়ে বেঁজি সাপের বিষ প্রতিহত করে। কিন্তু জেনে রাখা দরকার পৃথিবীতে এমন কোন গাছ নেই যা সাপের বিষ প্রতিহত করতে পারে। রহস্য হল - লড়াইয়ের প্রথমার্ধে সাপের ছোবল একটাও বেঁজির দেহে পড়ে না। অতি তীব্রতায় বেঁজি সরে যায়। সব ছোবলই পড়ে মাটিতে। ফলে সাপের বিষ মাটিতে চলে যায়। যদি কোনো ভাবে প্রথম কয়েকটি ছোবলের একটি বেঁজির দেহে পড়ে তবে বেঁজি তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষের দিকে দু-একটা ছোবল বেঁজির দেহে পড়লেও বেঁজি মরে না। কারণ তখন আর সাপের দেহে ঐ মুহূর্তে বিষ থাকে না। অন্যদিকে বেঁজি তার দেহ ফুলিয়ে লোম খাড়া করে ছোবল আটকে দেয়। ভারতে গাদা গাদা অ্যান্টি ভেনাম প্রস্তুতকারক কোম্পানি নেই, আছে মাত্র কয়েকটি। সুতরাং যাঁরা সর্প আন্দোলনের সাথে যুক্ত তাঁদের হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপে সর্প সংক্রান্ত এমন ফেক নিউজ কোনওভাবেই কাম্য নয়।

পরিবেশ

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দূষণহীন গ্রাম হল্যান্ডের গির্থন - যেখানে কোন সড়কপথ নেই, সবটাই জলপথ

★ অনেকেই ধারণা করতে পারেন, উন্নত রাষ্ট্রের গ্রামগুলোর পথ আরও সুন্দর, আরও পরিচ্ছন্ন, আরও নিরাপদ। কিন্তু গ্রাম আছে পথ নেই এমনটা কারও ভাবনায় নেই এটা নিশ্চিত। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হল পথ ছাড়া গ্রাম খুঁজে পাওয়া গেছে উন্নত বিশ্বেরই একটি দেশে। নেদারল্যান্ডে গির্থন নামের এমন এক গ্রাম রয়েছে যেখানে কোনো সড়কপথ নেই, আছে শুধু জলপথ। দূষণহীন এক পরিচ্ছন্ন গ্রামটি স্টিনওয়েক শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সড়ক যোগাযোগ নেই বলে এ গ্রামকে তাচ্ছিল্য করা একেবারেই বোকামি হবে। কারণ গির্থন গ্রাম হলেও শহুরে জীবনের প্রায় সব প্রযুক্তির সুবিধা রয়েছে এখানে। নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ হতে শুরু করে ঘরে ঘরে টিভি, স্যাটেলাইট চ্যানেল, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ওভেন ইত্যাদি সব কিছুর উপস্থিতি রয়েছে সেখানে। শুধু নেই শহরের কোনো কোলাহল, গাড়ির ধোঁয়া, ভেপু আর চাকচিক্যময় আলোকসজ্জা। কারণ গির্থনে কেউ ইঞ্জিনচালিত গাড়ি চালায় না। যাদের গাড়ি আছে তারাই গ্রামের বাইরে গাড়ি রেখে নৌকায় করে গ্রামে প্রবেশ করেন। এই গ্রামের বাড়িগুলো তৈরি করা হয়েছে ছোট ছোট দ্বীপের মধ্যে যার চারপাশ দিয়ে জলের প্রবাহ চলেছে। গ্রামের মূল যোগাযোগ ব্যবস্থা জলপথ হওয়ায় একমাত্র বাহন নৌকার খুব কদর রয়েছে এখানে। বেশ কয়েক ধরনের নৌকা দেখা যায়। যার মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় নৌকার নাম 'পেনটার্স' বাংলায় এর অর্থ নিঃশব্দ নৌকা। নৌকাগুলো ইলেক্ট্রিক মটরের সাহায্যে চলে। তাই কোনো শব্দ হয় না বললেই চলে। প্রায় নিঃশব্দে কোনোরকম ভেঁপু বাজানো ছাড়াই নৌকাগুলো গ্রামের দ্বীপ সদৃশ বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে বয়ে চলে যায়। এর ফলে গ্রামবাসীরা শব্দদূষণ কাকে বলে জানেনেই না। পাখির কলতান আর জলেরর ছন্দময় শব্দ শুনেই জীবনযাপনে অভ্যস্ত গির্থনবাসীরা। হয়ত এ কারণেই এ গ্রামের প্রতিটি মানুষ শান্তিপ্রিয়, নিরেট ভদ্র স্বভাবের। প্রথম দিকে এ গ্রামটির পরিচিত তেমন ছিল না। ১৯৫৮ সালে এ গ্রামে 'ফান ফেয়ার' নামের একটি হাস্যরসপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। ডাচ চলচ্চিত্রটির নির্মাতা বার্থহান্সত্রা-এর এ কমেডি মুভিটি সে সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। সঙ্গে সঙ্গে গির্থন গ্রামটিও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে গির্থন গ্রাম সৌন্দর্য পিপাসুদের প্রথম নজর কাড়ে। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পিপাসুদের প্রথম নজর কাড়ে। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, গ্রামবাসীর নজর কাড়া বাড়ি আর সঙ্গে বাড়ির সামনে দিয়ে বয়ে চলা জলপথ যেন পটে আঁকা কোনো গাঁয়ের ছবি। এককথায় অপূর্ব সুন্দর এই গ্রাম। গির্থন গ্রামকে বলা হয়, নেদারল্যাণ্ডের ভেনিস। কারণ ইতালির বিখ্যাত ভেনিস শহরের মতো এ গ্রামের মূল যোগাযোগ ব্যবস্থাও জলপথ। মোট জলপথটি সাড়ে সাত কিমি দীর্ঘ, যা এ গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। বাড়িগুলোর সঙ্গে বন্ধন তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে ১৮৩টির বেশি কাঠের সাঁকো। নীল জল আর সবুজ প্রকৃতির মিলন মেলার গির্থন গ্রামটির পত্তন হয়েছিল ১২৩০ সালে। তখন একে 'গিথেনহর্ন' নামে ডাকা হতো। কিন্তু কালের বিবর্তনে এ গ্রামের বর্তমান নাম গির্থন। এ গ্রামের জনসংখ্যা মাত্র ২৬২০ জন। ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ড এমনিতেই কম জনসংখ্যার দেশ। সে দেশের জনসংখ্যার তুলনায় গির্থনের জনসংখ্যা প্রায় স্বাভাবিক বলা চলে। জনসংখ্যা কম হওয়ায় গ্রামের সবাই সবার খোঁজখবর রাখতে পারেন। গির্থন-এর বাড়িগুলো তৈরি করা হয়েছে কাঠ দিয়ে। আর বাড়ির ছাদ বা চাল হিসেবে আগে খড় বা গাছের পাতা জনপ্রিয় থাকলেও বর্তমানে মাটির তৈরি টালি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সড়ক যোগাযোগ না থাকলেও সুন্দর এ গ্রামের প্রতি পর্যটকরাও আকর্ষিত হন। তবে কোনো এক অজানা কারণে চীনা পর্যটকের আনাগোনা তুলনামূলক বেশি হয় এ গ্রামে। গ্রামবাসীরা হিসেব করে বের করেছেন প্রতিবছর প্রায় দুই লাখ চিনা পর্যটক নিঃশব্দ নৌকায় চড়ে এ গ্রামে ঘুরতে আসেন। যান্ত্রিক জীবনের কোনো শোরগোল নেই এখানে, চারিদিকে সবুজের ছড়াছড়ি। দেখলে মনে হবে যেন কেউ তার মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সবটুকু রঙ নিংড়ে রাঙিয়েছে গির্থন নামের এ গ্রামটিকে। এ গ্রামের রাঙ্গামাটির পথ না হলেও চলে।

বিশ্ব কাছিম দিবস

তপন সরকার ঃ 'ওয়ার্ল্ড টার্টল ডে' বা 'বিশ্ব কাছিম দিবস' প্রতি বছর পালিত হয়। এবছর ২৩ মে বিশ্বে পালিত হবে। ২০০০ সাল থেকে এই দিনটি পালিত হচ্ছে। এটি সূচনা করেন 'আমেরিকান টরটয়েস্ রেস্কিউ' বা 'আমেরিকান কচ্ছপ উদ্ধার'। এর উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষিত বা অবগত করানো - তারা কিভাবে জল ও স্থল কচ্ছপকে রক্ষা করবেন। ১৯ জুন 'বিশ্ব সামুদ্রিক কচ্ছপ দিবস'। প্রতি বছর সমুদ্রে ৮ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক নিক্ষেপ হচ্ছে। প্লাস্টিক দূষণের ফলে এই আশ্চর্য প্রাণী সামুদ্রিক কচ্ছপ ভয়ংকর সংকটে। কিভাবে এই সামুদ্রিক কচ্ছপদের বাঁচানো যায় তার আলোচনা হয়।

এই এলাকায় সামুদ্রিক কচ্ছপ দেখা যায়। হকস্ বিল টার্টল, গ্রিন টার্টল, লগার হেড টার্টল, লেদার ব্যাক টার্টল, অলিভ রিডলে টার্টল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক কচ্ছপ হলো লেদার ব্যাক টার্টল। লম্বা ৬.৫ ফুট। অন্যান্য সবার পিঠের অংশ শক্ত খোলস দিয়ে আবৃত থাকলেও এদের ক্ষেত্রে সেটা তৈলাক্ত মাংস দিয়ে গঠিত। কোন কোন কচ্ছপ ৫.৫ ঘণ্টা জলের নিচে থাকতে পারে। কেউ কেউ খাবার না খেয়ে ১ বছর বাঁচে। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী সাধারণত এদের ক্ষতি করতে পারে না। প্রায় ৩০০ প্রজাতির কচ্ছপ এর মধ্যে অধিকাংশই এখন বিপন্ন।

সমুদ্রে কচ্ছপের আনাগোনা বন্ধ হচ্ছে

★ ১০ বছরের আগে, অলিভ রিডলে কচ্ছপের বাচ্চার পায়ে চিহ্ন (ট্যাগ) লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বছর ৪০টি ট্যাগ লাগানো কচ্ছপ, ডিম পেড়ে বাচ্চা ফোটাতে ফিরে এসেছে ওড়িশার কেন্দ্রপাড়ার গহিরমাতা সামুদ্রিক অভয়ারণ্যে। তারা যেখানে জন্মেছিল, সেই জায়গা খুঁজে পেয়েছে, ডিম ফোটানোর জন্য। সরকারি অবহেলা এবং নিয়মবিরুদ্ধ মাছ ধরায় প্রচুর ক্ষতি করেছিল এই অভয়ারণ্যের। ফলে কচ্ছপের আসার সংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছিল। একটু যত্ন নেওয়ার ফলে গহিরমাতা অভয়ারণ্যে আগের অবস্থা ফিরে এসেছে। ডিম পেড়েছে এখানে। স্থানীয় অসরকারি সংগঠনগুলির চাপে, সরকারের বনদপ্তর বেশ কয়েক বছর ধরে ১ নভেম্বর থেকে ৩১ মে অবধি এই সামুদ্রিক মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে।

বিজ্ঞানের খবর-২৮

জলে সিসা সনাক্তের যন্ত্র আবিষ্কার

★ ১১ বছরের পড়ুয়া গীতাঞ্জলি রাও। টেথিস নামে স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত সিসাযুক্ত দূষিত জল সনাক্ত করতে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলো। আবিষ্কার করে আমেরিকান টপ ইয়াং সায়েনটিস্ট বা কনিষ্ঠতম বিজ্ঞানীর খেতাব জিতে নিয়েছে। সেন্সরের মাধ্যমে বিশেষ একটি মোবাইল অ্যাপের সঙ্গে যন্ত্রটিকে যুক্ত করলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্ভুল ফলাফল পাওয়া যাবে। প্রতিযোগিতাটি পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হয়ে থাকে। গীতাঞ্জলি আমেরিকার কলোরাডোর স্টেম স্কুল অ্যান্ড অ্যাকাডেমির ছাত্রী। **(২০.১০.১৭)**

৩২০০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা

★ ক্যামেরার সেন্সার দেওয়া হয়েছে ৩২০০ মেগাপিক্সেল। কাজেই খোলা চোখে আমরা আকাশের কোনও তারকাকে যেমনটা দেখতে পাই ওই ক্যামেরা তার চেয়ে ১০০ মিলিয়ন গুণ পরিষ্কারভাবে দেখাবে। ক্যামেরা তিনমিটার লম্বা। উচ্চতা ১.৬৫ মিটার। ওজন ২৮০০ কেজি। মহাকাশের গবেষণায় এর চেয়ে বড় ক্যামেরা আর বানানো হয়নি। এর অতিবেগুনি রশ্মি কিংবা ইনফ্রায়েড রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি আলো ধরা যাবে। ২০১৯ সাল থেকে এটি কাজ শুরু করবে। **(৪.৯.১৭)**

মুখ দেখলেই খুলে যাবে ফেসবুক

★ ফেসবুক খুলতে এখন পাসওয়ার্ড দেওয়ার দরকার নেই। আপনার মুখ দেখালেই খুলে যাবে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট। এই নতুন পদ্ধতি সামনে এলে ভেরিফাই অ্যাকাউন্ট খুলতে কোনো সমস্যা হবে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এর পাশাপাশি ভিডিও চ্যাট ডিভাইস দিয়ে ইউজারের মুখ যাচাইয়ের কথাও চলছে। অনেকে ভয় পাচ্ছে। এর মাধ্যমে সোশাল সাইটে গোপনে নজরদারি চলতে পারে। **(৭.১০.১৭)**

জ্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখলে শরীর ঠাণ্ডা

★ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র তৈরি করেছে এক যন্ত্র। জ্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলে শরীরে ঠাণ্ডা বাতাস বইবে। মাত্র ৬ হাজার টাকার ওই যন্ত্রে মুক্তি মিলবে অসহ্য গরম থেকে। এর ফলে সবাই উপকৃত হবেন। দৃষ্টিহীন শ্রবণশক্তিহীন মানুষের রাস্তায় পারাপারের সুবিধার জন্য রেটিনা নামক বিশেষ লাঠি তৈরি করেছে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। জেব্রা ক্রসিং ও ট্রাফিক অনুযায়ী ওই লাঠি সংকেত দেবে। দরকার হবে না অন্য কারও সাহায্যের। ট্রাইকপ্টার ড্রোন তৈরি করেছে অন্য একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। ধানের বীজ বপন করতে, নিরাপদে বিস্ফোরক নষ্ট করতে সেটি ব্যবহার করা যাবে। ৩৫০ ডিগ্রি কোণের বিশেষ বাড়ি তৈরি করেছে এক বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। **(২৬.১১.১৭)**

দূষণ রোধে যন্ত্র আবিষ্কার

★ দূষণ নিরোধক যন্ত্র আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিল বর্ধমানের মেমারির বাসিন্দা নবম শ্রেণির ছাত্রী দিগান্তিকা বসু। ধুলো ধরে রাখার ধূলিকণা সংগ্রহণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে সে। পিভিসি পাইপ কেটে সকেটে আর রাবারের বুশ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এই যন্ত্র। ড্রিল মেশিনের সাহায্যে ফুটো করলে প্রচুর ধুলো ওড়ে। দিগন্তিকার যন্ত্র ড্রিল মেশিনের মুখে লাগিয়ে নিলেই কেল্লাফতে। দাম মাত্র ২৫০ টাকা। **(২৯.১০.১৭)**

অলৌকিক-২৫

হাত নেই, পা দিয়ে প্লেন চালাচ্ছেন

★ মার্কিন মহিলা জেসিকা কক্স জন্মানোর সময় থেকেই এক বিরল রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর দুটি হাত ছিল না। তবে হাত না থাকার জন্য জীবনে কোনও কাজেই তিনি ঠেকেননি। একজন মানুষ সারাজীবনে যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তার থেকে বেশি জেসিকার রয়েছে। তিনি গাড়ি চালাতে, পিয়ানো বাজাতে, এরোপ্লেনও চালাতে পারেন। পাইলট হিসাবে লাইসেন্সও রয়েছে। তবে এসব কাজ তিনি করেন পা দিয়ে। আর পা দিয়ে বিমান চালানো মার্কিনমুলুকের প্রথম লাইসেন্সড মহিলা পাইলট তিনি। এমনকী তাইকুন্দুতে তিনি ব্ল্যাকবেল্টও জিতেছেন ২০০৮ সালে নাম তুলেছেন গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। ছোট থেকেই হাত না থাকার বিষয়টিকে তিনি আদৌ পাত্তা দেননি। বরং দৃঢ়তার সঙ্গে সামনে এগিয়ে চলার মনোভাব নিয়ে একের পর এক অসাধ্যসাধন করেছেন। সালাম জেসিকা। **(১৫.২.১৯)**

স্থল কচ্ছপ বাঁচাতে নিবিড় চাষে চাই সরকারি স্বীকৃতি

দীপিকা বিশ্বাস ঃ ক্যানিং-এর তালদিতে গত ১৫ জুন ধরা পড়ে ২৫টি বিরল প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ। ধৃত রূপচাঁদ মণ্ডল ও রাম নাইয়া। এদের বিরুদ্ধে ১৯৭২ সালের বন আইনে ২০৬ নম্বর সংশোধনী অনুসারে মামলা করা হচ্ছে। এমন খবর মাঝে মাঝে কাগজে দেখি। কিন্তু কখনও স্থল কচ্ছপ ধরা পড়ার সংবাদ শোনা যায় না। কারণ স্থল কচ্ছপ খুঁজে পাওয়াই কঠিন।

২০/২৫ বছর আগেও সুন্দরবনের সর্বত্র স্থল কচ্ছপ পাওয়া যেত। ছোটবেলায় দেখেছি একাধিক ধরা পড়লে মাটির মেচলায় রেখে দেওয়া হত বেশ কয়েকদিন ধরে। মাঝে মাঝে দেখতাম স্থল কচ্ছপ মেচলায় ডিম পেড়ে দিয়েছে। কচ্ছপের ডিম ছিল উপাদেয় খাদ্য। ৪/৫ বছর আগেও দু'একজন স্থল কচ্ছপ শিকার করে বছরের কয়েকমাস জীবিকা নির্বাহ করতো। ছুঁচলো লোহার ফলা লাগান লাঠি দিয়ে পুকুরের পাড়, জলা জায়গায় ওরা মাটিতে খুঁচে খুঁচে কচ্ছপের সন্ধান করতো। স্থল কচ্ছপ গর্ত করে মাটির নিচে থাকে। উপর থেকে বোঝা যায় না। কচ্ছপ শিকারীরা সপ্তায় ২/৩টা কচ্ছপ পেত। ২০০ টাকা কেজি, ওজন ৫০০ গ্রাম থেকে ২/৩ কেজি। এখন এই এলাকায় এরা প্রায় লুপ্ত।

কয়েকমাস আগে এক কচ্ছপ শিকারীর কাছ থেকে স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা গ্রাম বিকাশকেন্দ্রের পাশ দিয়ে ২ কেজি ওজনের একটা কচ্ছপ নিয়ে যাচ্ছিল। ওই সংস্থার কর্মীরা ওর কাছ থেকে কচ্ছপটা কিনে নিয়ে পুকুরে ছেড়ে দেয়। কয়েকদিন পর ডিম পাড়ে। ঐ ডিম থেকে বাচ্চা হয়েছে। ঐ পুকুরেই ওরা আছে। সরকারিভাবে স্থল কচ্ছপের চাষ বা বংশবৃদ্ধি কোথাও হয় না। বা এদের বাঁচিয়ে রাখার কোন সরকারি উদ্যোগ নেই। চোখের সামনে এরা শেষ হয়ে গেল। ভারতে ৩১টি প্রজাতির কচ্ছপের মধ্যে ১৭টি বিলুপ্তির পথে। পশ্চিমবঙ্গে কচ্ছপদের এই বিপন্নতা আরও বেশি। এখানে ১৮টি প্রজাতির মধ্যে ১৪ বিলুপ্তির পথে। এখনও যে কটা টিকে আছে এদের বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করলে এরা রক্ষা পেতে পারে। যেসব এনজিও প্রাণী সংরক্ষণের কথা ভাবছে, সরকারিভাবে তাদের এই দায়িত্ব দিলে, এখনও বেঁচে যেতে পারে এইসব বিরল প্রজাতির স্থল কচ্ছপ। এ বিষয়ে বনমন্ত্রী তথা বনদপ্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এখনও মেয়েরা-২৯

গিনেস বুকে 'পা'

★ রুশ তরুণী একাটোরিনা লিসিনা-র নাম উঠল গিনেস বুকস অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। ২৯ বছরে তাঁর পায়ের দৈর্ঘ্য ৫২.২ ইঞ্চি। তাঁর উচ্চতা ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। এর মধ্যে পায়ের দৈর্ঘ্যই সাড়ে ৪ ফুট যদিও তাঁর দুটো পায়ের দৈর্ঘ্য ছোট বড় আছে। বাম পায়ের দৈর্ঘ্য ৫২.২ ইঞ্চি হলেও ডান পা ৫২ ইঞ্চি। গিনেস বুক কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশ্বের দীর্ঘতম পায়ের স্বীকৃতি দিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি একসঙ্গে তিনটি রেকর্ড করলেন লিসিনা। দীর্ঘকাল মডেল এবং ২০08 সালে বাস্কেটবল টিমের হয়ে খেলে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। **(২৪.১১.১৭)**

টাকা না আনায় বধূ খুন

★ শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। নদীয়ার ধানতলা থানার পাঁচবেড়িয়ায়। মৃতবধূর রুম্পা ভক্ত (২০)। নদীয়ার চাকদহ থানার শিমূরালি এনায়েতপুর এলাকার বাসিন্দা রুম্পার ৪ বছর আগে বিয়ে হয় ধানতলা থানার পাঁচবেড়িয়া কলোনির বাসিন্দা রাকেশ ভক্তের সঙ্গে। টাকা না আনলে চলতো শারীরিক অত্যাচার। অভিযোগের ভিত্তিতে রুম্পার স্বামী তার ভগিনীপতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদ ঘটনার পর থেকে পলাতক। **(২৭.১১.১৭)**

পণ না পেয়ে স্ত্রী-র কিডনি বিক্রি

★ লালগোলায়। ধৃত স্বামী। অতিরিক্ত পণের টাকা না পেয়ে স্ত্রী-র কিডনি বিক্রির অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানা এলাকার। রীতা সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্বামী বিশ্বজিৎ সরদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। **(৬.২.১৮)**

বধূকে পুড়িয়ে মারলো

★ মুর্শিদাবাদের সুতি থানার চাঁদনিকে হাটের গিয়াসমোড় এলাকায় এরিনা বিবি নামে এক গৃহবধূকে পুড়িয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামী হযরত সেখের বিরুদ্ধে। দুপুরে হযরত সেখ গায়ে কেরোসিন ঢেলে এরিনা বিবির গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পথেই এরিনা বিবির মৃত্যু হয়। হযরত সেখ সহ আরও ৪ জনের বিরুদ্ধে সুতি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। **(৯.২.১৮)**

পণের বলি

★ নন্দীগ্রামের তারাচাদবাড়েতে পণের জন্য খুন হতে হল বধূকে। মৃতার বাড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে মৃতা আজমারা বিবির (৩২) স্বামী শেখ আইনুল হককে। **(১৩.২.১৮)**

নারীদের দ্বীপ

★ স্বামী-সংসার ইত্যাদি রোজকার একঘেয়েমি কাটাতে সকলের সাহচর্য থেকে বেরিয়ে একেবারেই নিজের জন্য নিজের মতো করে কিছুটা সময় একাকী উপভোগ করতে নেহাত মন্দ লাগে না। এমন ব্যতিক্রমী ভাবনা থেকেই ফিনল্যান্ডের উপকূলে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য এমন একটি দ্বীপ তৈরির পরিকল্পনা করেছেন মার্কিন মহিলা ধনকুবের ক্রিস্টিনা রথ। তাঁর কথায়, এর কোথাও পুরুষ বিদ্বেষ বা লিঙ্গ বৈষম্যের ভাবনা নেই। শুধুমাত্র একেবারেই সংসারী বা গৃহবধূ মেয়েদের জন্যই মূলত এই ভাবনা। **(১৩.২.১৮)**

বাংলাদেশ-২৪

বছরে ইলিশ থেকে আয় হয় ২৫ হাজার কোটি

★ বাংলাদেশে চলতি বছর উৎপাদন সাড়ে ৫ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, এক মরশুমে মা ইলিশ রক্ষায় নদীর পরিবেশ, সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম নিশ্চিত ককরতে পারলে বাংলাদেশে বছরে ইলিশের বামিজ্য ২৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে দেশে উৎপাদিত ইলিশের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে ইলিশ উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৯৮ হাজার মেট্রিক টনে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে দেশে এর পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৮৫ হাজার মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছর তা ৪ লাখ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যায়। ২০১৫-১৮ অর্থবছরও দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল ৪ লাখ ২৭ হাজার মেট্রিক টন। ২০১৭-১৮ সালের শেষের দিকে ইলিশের উৎপাদন প্রায় ৫ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্বের মোট ইলিশের ৬০ ভাগ ইলিশ উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। আর বাংলাদেশের নদ-নদীতে ধরা মাছের ১২ শতাংশই ইলিশ। প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৩১ শতাংশ মানুষ মৎস্য খাতে জড়িত এবং ১১ শতাংশের অধিক লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। মাত্র ৯ বছরের ব্যবধানে এ উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৬৬ শতাংশ। **(১০.১০.১৮)**

মানুষের লোভ লালসায় লুপ্ত হচ্ছে অদ্বৈতরা

রাজারাম গোমস্তা ঃ প্রয়াত পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণী অদ্বৈতের স্মরণে চিড়িয়াখানার কর্মীরা শোকসভা করলেন গত ২৭ মার্চ '০৬ চিড়িয়াখানার ইতিহাসে এই প্রথম। যাঁরা অদ্বৈতকে জানেন, দেখেছেন বা শুনেছেন গত ২২ মার্চ '০৬ তার মৃত্যুতে নিশ্চয়ই বিচলিত হয়েছেন। অদ্বৈতের যকৃত-বৃক্ক কাজ করতে না পারায় মৃত্যু – হেপাটোরেলাল ফেলিওরে। দীর্ঘদিন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ছিল। অদ্বৈতর মৃত্যু সংবাদে সারা পৃথিবীর পশুপ্রেমীরাও বিচলিত হয়েছেন। কারণ বিশ্বে অদ্বৈত একমাত্র প্রাণী যে গত ২৫০ বছর ধরে এই পৃথিবীর বহু ঘটনার সাক্ষী। এক চলমান ইতিহাস।

চিড়িয়াখানায় এই কচ্ছপটির 'অদ্বৈত' নামকরণ করেন বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মন। এই কচ্ছপটি জন্মসূত্রে ভারত মহাসাগরের বাসিন্দা। গেলাপোগাস দ্বীপপুঞ্জের অ্যালডেবরায় প্রায় ২৫০ বছর আগে অদ্বৈত-র হদিশ মিলেছিল। সেখান থেকে এক কচ্ছপপ্রেমীর হাত ধরে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তার তিন বন্ধুর সঙ্গে ব্যারাকপুরের লাটবাগানে উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন লর্ড ক্লাইভ। ব্যারাকপুরে কয়েক বছর থেকে উদ্বোধনের আগেই ১৩২ বছর আগে লর্ড ওয়েলেসলি এই কচ্ছপটি চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসেন। যদিও যৌবনেই অদ্বৈত ওই তিন সঙ্গীকে হারায়। এই 'গজ কচ্ছপটি' বাংলার পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে

এরপর ৮ পাতায়

শিক্ষা-১২

চিনা ভাষাকে পাক স্বীকৃতি

★ চিনা ভাষা মান্দারিনকে পাকিস্তান জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিল। চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসির কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে ভাষা অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অব চায়না পাকিস্তানকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। **(২২.২.১৮)**

প্রশ্ন উত্তর - ৩১

(১৫১) পাল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন? (১৫২) সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (১৫৩) বাঙালি সমাজে কৌলিন্য প্রথা কে প্রবর্তন করেন? (১৫৪) দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর কে রচনা করেন? (১৫৫) সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? (১৫৬) গীতগোবিন্দ কাব্যের রচয়িতা কে? (১৫৭) 'পবন দূত' এর রচয়িতা কে? (১৫৮) চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন? (১৫৯) বাতাপির চালুক্য বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন? (১৬০) রাষ্ট্রকূট বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (১৬১) রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন? (১৬২) পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? (১৬৩) পল্লব বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন? (১৬৪) বাতাপিকোণ্ড উপাধি কে গ্রহণ করেন? (১৬৫) চোল রাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা কে ছিলেন? (১৬৬) স্বাধীন চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (১৬৭) চোল বংশের শ্রেষ্ঠ বা শেষ শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন? (১৬৮) চোল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (১৬৯) 'গঙ্গইকোণ্ড চোল' উপাধি কে ধারণ করেন? (১৭০) কোন মন্দিরে নটরাজ মূর্তি জগত বিখ্যাত? (১৭১) তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বরের শিব মন্দির কে নির্মাণ করেন? (১৭২) বিলহন রচিত গ্রন্থের নাম কি? (১৭৩) কোনারকের সূর্যমন্দির কে নির্মাণ করেন? (১৭৪) কম্বোজের 'বেয়ন' মন্দিরটি কোন দেবতার মন্দির? (১৭৫) কৈলাসনাথ মন্দির কে নির্মাণ করেছিলেন?

গত সংখ্যার (ফেব্রুয়ারি) উত্তর

১২৬) কালিদাস, (১২৭) গুপ্তযুগে, (১২৮) রাষ্ট্রকূট, (১২৯) রাজরাজ, (১৩০) অনন্ত বর্ধন, (১৩১) প্রথম নরসিংহ বর্মন, (১৩২) রাষ্ট্রকূট, (১৩৩) শংকরাচার্য, (১৩৪) ভারবি, (১৩৫) ভারবি, (১৩৬) অতীশ দীপঙ্কর, (১৩৭) আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ, (১৩৮) বিষ্ণু, (১৩৯) শৈলেন্দ্র রাজাদের, (১৪০) দন্তিদুর্গ, (১৪১) বহুলুল লোদী, (১৪২) প্রথম নরসিংহ বর্মন, (১৪৩) দ্বিতীয় তৈলপ, (১৪৪) বৈদিক, (১৪৫) ঘোড়া, (১৪৬) পাঞ্জাব, (১৪৭) সৈয়দ আহমেদ, (১৪৮) ১৭৯৮ সালে, (১৪৯) শিশিরকুমার ঘোষ, (১৫০) ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

কচ্ছপ খরগোশের দৌড়

অপরেশ মণ্ডল ঃ কচ্ছপ খরগোশের দৌড়ের গল্প সকলেই জানি। কিন্তু আপনি কি জানেন এদের গতিবেগ কত? এক মাইল পথ অতিক্রম করতে কচ্ছপের সময় লাগে ৬ ঘণ্টারও বেশি। আর খরগোশের সময় লাগে ২ মিনিটেরও কম। তাহলে খরগোশ কত সময় দৌড়ানোর পর, কত সময় ঘুমিয়েছিল? আমার কেমন যেন গোলমেলে লাগছে। একটু ভেবে দেখুন তো?

নীতিবিজ্ঞান-২৬

হাসপাতাল নয়, গুরুর ছবিতেই ভরসা করে মৃত্যু শিশুর

★ অন্ধবিশ্বাসের জেরে, স্তন্যপানের সময়ে শ্বাসনালীতে দুধ চলে যাওয়ায় হাঁসফাঁস করা তিন মাসের শিশুকে সেই পারিবারিক গুরুদেবের ঢাউস ছবির নিচেই ফেলে রেখেছিলেন বাবা-মা। আর ঘন্টা দেড়েক ধরে সেই ছবির সামনে মেঝেতে পাতা কাঁথায় অনবরত ছটফট করে গেল শিশুটি। শান্তিপুরের পাঁচপোতা এলাকার ওই ঘটনায় শেষ পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আলতাব হোসেন শেখ প্রায় জোর করেই পাঁজকোলা করে শিশুটিকে নিয়ে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন, শ্বাসরোধ হয়ে মারা গিয়েছে শিশুটি। গুরুর অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি শিশুর পরিজনের ভক্তি অবশ্য তাতেও টলেনি, হাসপাতাল থেকে শিশুটির দেহ ফিরিয়ে আনার পরেও ফেলে রাখা হয়েছিল গুরুদেবের সেই ছবির সামনে। আর, শিশুটির দাদু শরদিন্দু বিশ্বাস নাগাড়ে বলে চলেন, 'কই হাসপাতাল আমার নাতিকে বাঁচাতে পারল? একমাত্র গুরুদেবই পারেন ওর শরীরে প্রাণ ফেরাতে।' এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ বিশ্বাস পেশায় টোটো চালক। গোটা পরিবারই সুভাষচাঁদ নামে এক ধর্মীয় গুরুর ভক্ত বলে জানা গিয়েছে। বছর পাঁচেক আগে প্রসেনজিতের সঙ্গে বিয়ে হয় শান্তিপুরের গড় এাকার বাসিন্দা পিঙ্কির। কোনওভাবেই তাদের সন্তান হচ্ছিল না। শেষমেশ সাড়ে তিন মাস আগে তাদের পুত্র সন্তান হয়। নাম রাখা হয় পাপ্পু। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ধারণা, গুরুদেবের জন্যই পরিবারের সন্তানলাভ হয়েছে।

মানুষের লোভ লালসায়

সাতের পাতার পর

পুরোপুরি বাঙালি হয়ে যায়। ইংরেজিতে 'এলডেবরা জায়েন্ট টরটয়েজ' বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে টেস্টুজো জয়গানটিকা। বিশ্বে ৪১ রকমের কচ্ছপের মধ্যে এদের আয়ু সর্বাধিক। কারও মতে, এরা ৩৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। ২০টা পর্যন্ত ডিম পাড়ে। যৌবনের পূর্ণতা লাভ করতে ৪০ বছর লাগে। পূর্ণ বয়সে ওজন হয় ২৫০ কেজি। গলার কাছে উঁচু হাড় থাকে, যা অন্যদের নেই। এদের এতদিন বাঁচার রহস্য কী? এরা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। দীর্ঘ সময় বিশ্রাম নেয়। শীতের সময় টানা প্রায় ৫ মাস বিশ্রামরত অবস্থায় উপোস করে। খাদ্য – কচিঘাস, গাজর, আলু, বাঁধাকপি। মজবুত বহির্গঠন যুক্ত শরীর। চলাফেরা কম করে। ফলে শক্তিক্ষয় খুব অল্প। মজবুত হাড়ের পিঠ ও বক্ষদেশ বাইরের আঘাত, আবহাওয়ায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ফুসফুস বড়। দেহের আঁটোসাটো গঠনের জন্য ফুসফুস বেশি ফোলাতে পারে না। প্রয়োজনের কম বাতাস নেয়। ফুসফুস খুব কম কাজ করে। ফলে ক্ষয় অতি মন্থর। একবার এক দর্শকের ভালোবাসার ঢিলের আঘাত থেকে ডাক্তারদের চেষ্টায় অদ্বৈত বেঁচে যায়। তাই সরিয়ে রাখা হযেছিল দর্শকদের নাগালের বাইরে। একে কবর দেওয়া হয়েছে চিড়িয়াখানার পশু হাসপাতালে। ভবিষ্যতে মানব প্রজন্মের বিস্ময় সৃষ্টিতে অদ্বৈত-র খোলসটি সংরক্ষিত থাকবে আলিপুর চিড়িয়াখানায়। অদ্বৈতকে বাঁচানো গেল না। অন্যদিকে মানুষের লোভ, লালসায় এখনও প্রতি মুহূর্তে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য জীব। ফলে আমরাও ধাবমান লুপ্তের পথে।

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-২৮

গ্রিনটি ঃ জেনে রাখুন

★ প্রচলিত ধারণা হেভি মিলের পর এককাপ গ্রিনটি শরীরের সমস্ত বাড়তি ক্যালোরি ঝরিয়ে দেয় এই ধারণা ভুল। খাবারে থাকা আমিষ চট করে হজম হয় না। এই গ্রীনটি পান করলে হজম প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। অতিরিক্ত গরম গ্রিনটি খেলে সেটা মুখে ভীষণ বিস্বাদ লাগে যা থেকে পাকস্থলি ও গলার ক্ষতি হতে পারে। কেউ কেউ গ্রিনটি থেকে দ্রুত ও বেশি উপকার পেতে এককাপ জলে দুটো টি-ব্যাগ ডুবিয়ে দেন। উপকার তো কিছু হয়ই না উলটে হজমের সমস্যা আর অ্যাসিডিটিতে কাবু হতে হয়। গ্রিনটি কখনও খোলা রাখবেন না। টিন বা চিনেমাটির পাত্রে রাখুন। পাতা হোক বা টি-ব্যাগ খোলা রাখলেই এই উপক্রান্তীয় আবহাওয়ায় তা নষ্ট হবে। মেটাবলিজম রেট ঠিকঠাক রাখতে প্রত্যহ দুকাপ করে গ্রিনটি-ই যথেষ্ট। সকালে গ্রিনটি পান করা স্বাস্থ্যকর। গ্রিনটি বানাতে ফোটানো ফিল্টার করা কিংবা মিনারেল ওয়াটার ব্যবহার করা উচিত।

চিনে ৪০% মানুষের পায়খানা নেই

★ চিন শৌচকর্ম করে জনসমক্ষে। শৌচকর্মের তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চিন। চিনে ৩৪ কোটি ৩৯ লক্ষ মানুষ প্রকাশ্যে শৌচকর্ম করেন। সেদেশে ৪০ শতাংশ মানুষ এখনও শৌচাগার থেকে বঞ্চিত। ভারতে অন্তত ৭৩ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ এখনও শৌচাগারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। নরেন্দ্র মোদী ব্যাপকভাবে স্বচ্ছ ভারতের প্রচার চালাচ্ছেন। গড়ে দেওয়া হচ্ছে শৌচালয়। **(১৯.১১.১৭)**

সিক্স এস ঃ সাবধান

★ নিয়ন্ত্রণে রাখুন সিক্স এস। অর্থাৎ নুন (সল্ট) চিনি (সুগার) ধূমপান (স্মোকিং) মানসিক চাপ (স্ট্রেস), সিসটোলিক প্রেশার ও সেরাম কোলেস্টেরল তবেই কমবে হার্টের সমস্যা। এমনটাই বলেছেন চিকিৎসকেরা। মূলত সচেতন এবং সঠিক তথ্যের অভাবেই হার্টের সমস্যায় মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। **(২৯.১১.১৭)**

ফুসফুস প্রতিস্থাপন

★ পাঁচ বছর ধরে ফুসফুসের জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা রিমা আগরওয়াল। শুধু ফুসফুসে কাশি। একটা সময়ে এমন হল শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। অবশেষে ফুসফুস প্রতিস্থাপন করিয়ে আপাতত সুস্থ জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। ব্রেনডেথ হওয়া ব্যক্তির ফুসফুস দানের মধ্যে দিয়ে নতুন জীবন পেয়েছেন ৩৮ বছরের এই বধূ। এ রাজ্যের কোনও রোগীর সফলভাবে দুটি ফুসফুস প্রতিস্থাপনের (ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট) ঘটনা পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব ভারতে এই প্রথম। জানিয়েছেন চেন্নাইয়ের গ্লেনইগলস গ্লোবাল হাসপাতালের চিকিৎসকরা। **(২৪.১১.১৭)**

বোবার অভিনয় সত্যি হল

★ অপরাধ লুকোতে ১২ বছর ধরে বোবার অভিনয় করতে করতে শেষ পর্যন্ত সত্যিই কথা বলার ক্ষমতা হারাল খুনি। চীনের বেজিয়াং প্রদেশের বাসিন্দা জেং। ২০০5 সালে স্ত্রীর কাকাকে খুন করে। পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বোবা সাজিয়ে রাখে। **(২৮.১২.১৭)**

ডেনমার্ক-২৮

নির্মীয়মান মসজিদের উদ্বোধন '১৮য়

★ ডেনমার্কের রসকিলডে শহরে স্থানীয় গির্জার বিশপ ও মেয়রের সহযোগিতায় যে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল তা ২০১৮ সালের প্রথম দিকে শেষ হয়। রসকিলডে শহরটি কোপেনহাগেনে পশ্চিমে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই শহরে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের বাস। এই শহরের মসজিদটি তৈরি হলে সেদেশের মুসলিমদের কাছে ধর্মাচরণের এক নতুন ঠিকানা হবে বলে জানান মসজিদ নির্মাণ কমিটির প্রধান তুনকে ইয়েলমিজ। ইয়েলমিজ বলেন, এই মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই নির্মাণ কাজে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন রসকিলডে শহরের মেয়র জয় মোগেনসেন এবং বিশপ পিটার ফিচের মোলার। এই মসজিদটির নামকরণ করা হবে 'হাজিয়া সোফিয়া'। মসজিদটিতে প্রায় ১০০০ মুসলিম একসঙ্গে নামায পড়তে পারবেন। উল্লেখ্য, ইসলাম বিরোধিতার জন্য ডেনমার্কে ২০০5 সালের 'স্টপ ইসলামিজেশন অব ডেনমার্ক' নামে একটি সংগঠন। তারা নিশানা করেছে রসকিলডের মেয়র এবং বিশপকে। ডেনমার্কে অবশ্য ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী এখনও সক্রিয়। ডেনমার্কের একটি ম্যাগাজিন 'শার্লি এবদো'তে রাসূল মুহাম্মদ সা-এর কার্টুন ছেপে বিতর্ক ডেকে আনে। ওই পত্রিকার কার্টুনিস্টকে হত্যা করার পর থেকে ডেনমার্কে ইসলাম আতঙ্ক বেড়ে চলেছে।

কচ্ছপ সংরক্ষণের উদ্যোগ জলপাইগুড়িতে

★ জলপাইগুড়ি লৌটাদেবী কালী মন্দিরের পুকুরে থাকা বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির কচ্ছপের সংরক্ষণের কাজ শুরু হল। সোসাইটি ফর প্রটেক্টিং ওফিওফনা অ্যান্ড অ্যানিম্যাল রাইটস' নামে এক সংস্থার উদ্যোগে, ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (র‍্যাপ প্রজেক্ট)-এর আর্থিক আনুকূল্যে ও বনবিভাগের সহযোগিতায়। লৌটাদেবী মন্দির সংলগ্ন একটি পুকুরে ইন্ডিয়ান রুফড প্রজাতির কচ্ছপের বাসস্থান। জলপাইগুড়ি জেলায় এই প্রজাতির কচ্ছপ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে প্রায় নিশ্চিহ্ন। বর্তমানে মন্দিরের এই পুকুরটিতে মাত্র ২০-২২টি কচ্ছপ রয়েছে যাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুকুরটির চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হবে। সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পুকুরটির সংস্কার করে একটি প্রজননস্থলও তৈরি করা হবে। কচ্ছপগুলো যাতে রোদ পোহাতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা হবে। জলপাইগুড়ি জেলায় কেবলমাত্র এই পুকুরেই এই প্রজাতির কচ্ছপ আছে। কচ্ছপ সংরক্ষণ প্রকলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে লক্ষাধিক টাকা। পুকুর খনন করে গভীরতা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। পূজা দেবার জন্য পুকুরে জল তোলা যাবে না। ওই পুকুরের বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির কচ্ছপ সংরক্ষণ করা হবে। **(৮.৪.১৮)**

স্টার কচ্ছপ

★ বিরল প্রজাতির 'স্টার' কচ্ছপ উদ্ধার করল বিএসএফ। তেঁতুলবেড়িয়া থানা এলাকা থেকে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছিল ৯৫২টি কচ্ছপ যার বাজার মূল্য প্রায় ৩ কোটি ১৯ লাখ।

উদ্ভিদ ও চাষবাস

আমুর - ৪৪

★ **ড. সুভাষ মিস্ত্রি ঃ** মেলিয়েসি গোত্রের আমুর সুন্দরবনের জোয়ার-ভাঁটা জঙ্গলে অ্যাগলাইয়া কুকুল্লটা (Aglaia cucullata) প্রজাতির উদ্ভিদ। প্রকৃত ম্যানগ্রোভ, চিরহরিৎ। ছোট থেকে মাঝারি আকার। পরিণত গাছ ৭ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন। হালকা বাদামী বর্ণের বাকল। আয়তকার পাতা। সাদা ও লম্বাটে কাপের মতো হয় ফুল। ফলও লম্বাটে। পতঙ্গ বা মৌমাছি পরাগ মিলন ঘটায়। নিয়মিত জোয়ার-ভাঁটায় সিক্ত নোনা ভূমিতে আমুর ভালো জন্মায়। গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজে ও জ্বালানি হিসাবে আমুর কাঠ সমাদৃত।

লেবুর দাম ৭৬০০ টাকা

★ পাতিলেবুর দাম বড়জোর ২-৩ টাকা। কিন্তু তামিলনাড়ুর ইরোড় জেলার পাঝাথিন্নি করুপান্নান মন্দিরে পুজোর পরে পুজোয় ব্যবহৃত লেবুটি নিলামে ওঠে। যা ৭৬০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। যা সর্বকালের রেকর্ড। **(২২.২.১৮)**

দেশি মাগুর চাষ

★ দেশি মাগুর চেনার কৌশল সম্পর্কে লাগাতার প্রচারের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে দেশি মাগুর চাষে লাগাতার উৎসাহিতও করা হচ্ছে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। হলদিয়া সংলগ্ন এলাকায় ক্রমেই বাড়ছে দেশি মাগুরের চাষ। পরিবেশ বাস্তুতন্ত্রের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে রাক্ষুসে মাগুর। তাই এই মাছ চাষ কমিয়ে দেশি মাগুর চাষে নজর দেওয়া জরুরি।

মৎস্য বিশেষজ্ঞের মতে, আমাদের দেশে বর্তমানে তিনটি প্রজাতির মাগুর মাছ পাওয়া যায়। এগুলি হল দেশি মাগুর বা এশিয়ান ক্যাটফিশ, আফ্রিকান মাগুর এবং থাই মাগুর। এখন আবার আফ্রিকান মাগুর এর সঙ্গে দেশি মাগুরে প্রজননের ফলে এক নতুন ধরনের মাগুরও তৈরি হচ্ছে। এদের মধ্যে থাই মাগুর অল্প সংখ্যায় পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে আফ্রিকান রাক্ষুসে মাগুরের প্রবেশের ফলে দেশি মাগুরের অস্তিত্ব চূড়ান্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আফ্রিকান ক্যাটফিশ বা রাক্ষুসে মাগুর হিসেবে পরিচিত মাছটিকে ‘এলিয়েন মাছ’ও বলা হয়। আশির দশকের প্রথম দিকে আফ্রিকান ক্যাটফিশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাছটি প্রথমে ব্রাজিল, ভিয়েতনামে, ইন্দোনেশিয়া হয়ে পরে সরকারি অনুমোদন ছাড়াই ভারতে এসেছে বলে অনুমান করা হয়। ভারত সরকার ২০০০ সালে পুকুর ও ট্যাংকগুলিতে রাক্ষুসে মাগুরের চাষ নিষিদ্ধ করে, এই প্রজাতির মাছের চাষ অবৈধ হিসেবেই গণ্য করা হয়।

দেশী মাগুরের সঙ্গে রাক্ষুসে মাগুর মাছের সনাক্তকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মাথার খুলির খাঁজ (অক্সিপিটাল প্রসেস)। থাই মাগুরের মাথাটা গোলাকৃতি, ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো এবং এদের দেহে সাদা দাগ দেখা যায়। আফ্রিকান ক্যাটফিশের দেহের রঙ গাঢ় কালো ও পেটের ভেতরের দিকে ধূসর সাদা রঙের। মাথার খুলির খাঁজ ইংরেজি ডব্লিউ অক্ষরের মতো। আর দেশি মাগুরের একটি সূচালো কোণ থাকে, মাথার ওপরের দিকে ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো দেখতে হয়।

পকেটমার থেকে বাঁচতে-৩৭

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হলে কী করবেন

★ কানাড়া ব্যাঙ্কের একটি এটিএমে ‘স্কিমার’ মেশিন লাগায় দুষ্কৃতিরা। ফলে ওই এটিএম ব্যবহারকারী গ্রাহকদের ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের গোপন তথ্য চলে যায় দুষ্কৃতীদের হাতে। তাই কার্ড ছাড়াই টাকা সরিয়ে নিতে পেরেছে দুষ্কৃতি দলটি। কলকাতা পুলিশ এই অপরাধের মোবাকিলায় একটি হেল্প লাইন চালু করেছে। সেই নম্বরটি হল – ৮৫৮৫০-৬৩১০৪। আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা খোয়া গেলে কী করবেন? ঠাণ্ডা মাথায় আপনার ডেবিট কার্ডটি ‘ব্লক’ করুন। তারপর স্থানীয় থানা, লালবাজারের ব্যাঙ্ক ফ্রড শাখার হেল্পলাইনে ফোন করে অভিযোগ জানান। এরপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কে লিখিত অভিযোগ দায়ের করুন। মাথায় রাখতে হবে, পুরো প্রক্রিয়াটি ৭২ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই শেষ হওয়া চাই। পাশাপাশি, এখন থেকে এটাও মাথায় রাখতে হবে, নামী সংস্থা ছাড়া যেখানে সেখানে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড সোয়াইপ করে বিল মেটাবেন না। সন্দেহ হলে নগদে বিল মেটান। রক্ষীবিহীন এটিএম এড়িয়ে চলুন। **(১.৮.১৮)**

জাল দলিলেই ব্যাঙ্ক থেকে ১৫ কোটি ঋণ

★ নদীয়া, গোপালনগরের চৌবেড়িয়ায় জমি, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের ফ্ল্যাট এবং বহু ভুয়ো দলিল জমা দিয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার স্ট্র্যান্ড রোড শাখাতে ১৫ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল কলকাতারই ব্যবসায়িক সংস্থার বিরুদ্ধে। পিকনিক গার্ডেনের এইচএপি গারমেন্টস প্রাঃ লিঃ এবং তার দুই ডিরেক্টর হীরেন পাঞ্চাল এবং অঞ্জু পাঞ্চালের বিরুদ্ধে। তদন্ত শুরু করেছে সিবিআইয়ের অর্থনৈতিক দুর্নীতিদমন শাখা। এসবিআইয়ের ওই শাখার সহকারী জেনারেল ম্যানেজার চিঠি দিয়ে জানান, ২০১১-য় জমিজমার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ব্যবসার জন্য যে টাকা দিয়েছিল, সাত বছর পর তার হিসেব খুঁজতে গিয়ে মাথায় হাত। সমস্ত নথি ভুয়ো। হীরেন এবং অঞ্জু মহিলাদের পোশাক তৈরির কারখানা খুলেছিলেন ১১ সালের ২২ মার্চ সাড়ে ৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ধাপে ধাপে আরও কয়েক কোটি টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়েছেন। ঋণ নিতে গেলে যে সময় আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হয়, সমস্ত করা হয়েছিল। এরপর জমি বাড়ি ফ্ল্যাটে কাগজপত্র নিয়ে সাত বছর পর ব্যাঙ্ক যখন ঋণের টাকা ঘরে তোলার চেষ্টা করল, তখন দেখা গেল সব জাল। ঋণ প্রদানকারী এসবিআই পেয়েছে আসল, না সুদ। সিবিআইয়ের প্রশ্ন, এতদিন কি করছিল। **(৪.৮.১৮)**

বিপন্ন কচ্ছপের সফল প্রজনন

★ সফল হল গুয়াহাটির উগ্রতারা মন্দিরে কচ্ছপ প্রজনন। মন্দিরের পুকুরে দশটি প্রজাতির কচ্ছপের বাস। তার মধ্যে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বিপন্ন প্রজাতির কচ্ছপগুলির অন্যতম, ব্ল্যাক সফ্টসেল টার্টল। তাদের প্রজনন নিরাপদ করতে সংশ্লিষ্ট সংগঠন ‘হেল্প আর্থ’ ওই কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করে ইনকিউবিটরে রাখে। তাদের সাহায্য করে অসম রাজ্য চিড়িয়াখানা। ইনকিউবিটরে রাখা ৭০টি ডিমের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩০টি ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে। ভারতের ২৮টি প্রজাতির মিঠে জলের কচ্ছপের মধ্যে অসমে মেলে ২০টি। শুধু উগ্রতারাই নয়, হাজোর হয়গ্রীব সহ রাজ্যের বিভিন্ন মন্দির সংলগ্ন পুকুর বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপের আশ্রয়স্থল।

কি বিচিত্র এই প্রাণীজগৎ-২৯

মাংসখেকো সামুদ্রিক কীটের কবলে কিশোর

★ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের বাসিন্দা স্যাম ক্যানিজে (১৬) তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তাটুকু পেরলেই সমুদ্র। ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে চোট লাগে। রাতের অন্ধকারে কোমর পর্যন্ত সমুদ্রে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল সে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জল থেকে উঠে আসে স্যাম। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে দুপায়ের পাতার থেকে গোঁড়ালির ওপর পর্যন্ত অংশ থেকে গলগল করে রক্ত বেরচ্ছে। অথচ ব্যাথা নেই। ছেলের এই অবস্থা দেখে তৎক্ষণাৎ স্যামকে নিয়ে তাঁরা হাসপাতালে যায়। একটা সময় তো যন্ত্রণায় রীতিমতো কাতরাতে থাকে স্যাম। তাঁরা লক্ষ করেন স্যামের পায়ে অসংখ্য ছোট ছোট কামড়ের দাগ। কী এমন কামড়েছে যার জেরে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না? ছেলের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে, তিনি একটি জালের মধ্যে একখণ্ড মাংস নিয়ে চলে যান সেই জায়গাতেই যেখানে সেরাতে স্যাম দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁর সেই জালেই ধরা পড়ে কয়েক হাজার খুদে পোকা। দেখতে খানিকটা গুবরে পোকার মতো। মেলবোর্নের ভিক্টোরিয়া মিউজিয়ামে কর্মরত বিজ্ঞানী জেনেফর ওয়াকার এই পোকাগুলি দেখে বলেন, মাংসে পচন ধরলে সেখানে থেকে যে রস নির্গত হয় তার গন্ধই ডেকে আনে এদের। এরা হামলা করে ঝাঁকে ঝাঁকে। সমুদ্রে ভেসে বেড়ানো মরা মাছই এদের খাদ্য। লম্বায় ২-৩ মিলিমিটার। সাধারণত মানুষ এদের হামলার শিকার হয় না কিংবা হলেও এক বা দুটো পোকা কামড়ায় গোটা ঝাঁক নয়। **(১১.৮.১৭)**

চিড়িয়াখানা ছেড়ে জঙ্গলের পথে পান্ডা

★ উত্তরবঙ্গের ওই জঙ্গলে ছাড়া হতে পারে দুটি লাল পান্ডাকে। দার্জিলিঙের পদ্মজা নাইডু চিড়িয়াখানায় জন্মানো দুটি পান্ডাকে প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের সদস্য-সচিব বিনোদকুমার যাদব বলেন, 'সিঙ্গালিলা জাতীয় পার্ক বা নেওড়াভ্যালি জাতীয় পার্কে পান্ডা দুটিকে ছাড়া হবে। ঠিক কোন জঙ্গলে ছাড়া হবে, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত পর্বের সমীক্ষা চলছে।' রাজ্যে এখন শুধু সিঙ্গালিলা আর নেওড়াভ্যালিতেই লাল পান্ডার দেখা মেলে। আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার' (আইইউসিএন)-এর তালিকায় লাল পান্ডা অত্যন্ত বিপন্ন গোত্রের প্রাণী। গোটা পৃথিবীতেই তার সংখ্যা হু হু করে কমছে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৯০ সালে 'গ্লোবাল রেড পান্ডা কনজারভেশন' প্রকল্পে দার্জিলিঙের চিড়িয়াখানায় লাল পান্ডা প্রজননের ব্যবস্থা হয়। ১৯৯৪ সালে দার্জিলিঙের কৃত্রিম আবাসে প্রথম পান্ডা শাবক জন্মায়। সেই থেকে পান্ডার প্রজনন ভালভাবেই চলেছে। দার্জিলিঙে এখন ২০টি পান্ডা রয়েছে। ২০০৩ সালে মিনি এবং সুইটি নামে দুটি লাল পান্ডাকে সিঙ্গালিলায় ছাড়া হয়েছিল। মিনি অন্য প্রাণীর আক্রমণে মারা যায়। সুইটি স্থানীয় এক পুরুষ পান্ডাকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়। তার সঙ্গে মিলনে গৌরিবাসের এক ওক গাছের কোটরে বাচ্চা হয় সুইটির। পরে আরও দুটি পান্ডাকে ছাড়া হয়েছে। কিন্তু নেওড়াভ্যালিতে এত দিন কোনও পান্ডা ছাড়া হয়নি। **(২৭.৩.১৮)**

গৃহিনীদের টিপস্ - ৪১

গত সংখ্যার পর **রান্নাঘরের টিপস**

★ এলাচ সম্পূর্ণ গুঁড়ো করে ব্যবহার করা ভালো এতে এলাচ কামড়ে খাওয়ার মজা নষ্ট হবে না। আবার রান্নাতেও সুগন্ধ হবে। ★ সবজির রং ঠিক রাখতে ঢেকে রান্না না করাই ভালো। আর কিছু সবজিকে সামান্য সেদ্ধ করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে কিংবা বরফ কুচিতে রাখলে রান্নার পরও রং ঠিক থাকে। ★ কিছু ভাজতে কড়াইতে তেল গরম হলে যা দেবেন তার সাথে সামান্য নুন দিয়ে নিন, তেল ছিটকে উঠবে না। ★ ডালের স্বাদ বাড়ানোর জন্য বেশিক্ষণ ধরে রান্না করুন। ★ তেলাপিয়া মাছের গন্ধ দূর করতে তেলাপিয়া মাছ হলুদ ও ভিনিগার/লেবুর রস মাখিয়ে মিনিট ১৫ রেখে রান্না করুন। ★ লাল সরষের ঝাঁঝ বেশি হয়। হলুদ সরষে ব্যবহার করলে তেতো হয় না। সরষে বাটার সময় নুন আর কাঁচামরিচ একসাথে বাটলে তেতো হয় না। ★ বর্ষাকালে নুন গলে যায় তাই একমুঠো পরিষ্কার চাল পুঁটলি করে বেঁধে নুনের কৌটোয় রেখে দিন। ★ কাচের গ্লাসে গরম কিছু নিতে গেলে অনেক সময় ফেটে যায় তাই গরম কিছু ঢালবার আগে গ্লাসে একটি ধাতুনির্মিত চামচ রেখে ঢাললে গ্লাস ফাটবে না। ★ আলু এবং আদা বালির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে অনেকদিন পর্যন্ত টাটকা থাকে। ★ যে কোনও খাবার রেফ্রিজারেটরে রাখলে ঢাকনা দিয়ে রাখা ভালো, ফলে এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবারে যায় না এবং রেফ্রিজারেটরও গন্ধ হয় না। ★ শিশি বা কৌটোর মধ্যে বিস্কুট রাখার আগে সামান্য চিনি বা মোটা কাগজের টুকরো রেখে দিলে বিস্কুট অনেকদিন মচমচে থাকে। **(পরের সংখ্যায়)**

সুস্থ থাকার টিপস - ৮৯

নিজের উপর আত্মবিশ্বাস হারাবেন না

★ কাজের উপর আত্মবিশ্বাস হারাবেন না, জয়ী আপনি হবেনই। ★ অর্থ সব কিছু নয়, আবার অর্থ অনেককিছুই। অর্থই সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখায়, সমাজে অর্থই মান-মর্যাদা এনে দেয়। তবে সবার আগে চরিত্র গঠন বা ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। ★ আবেগে ভেসে কোনো কাজ করবেন না। বাস্তবটাকে দেখে শুনে বুঝে পথ চলুন। ★ সব কিছুর আগে ঘরটাকে ভাল রাখুন, সুস্থ রাখুন। তারপর কিছু করবেন বা গড়বেন। ★ অসৎ এবং দুর্নীতিপরায়ণ মানুষরা ভিতরে ভিতরে খুব দুর্বল হয়, যদিও গলার জোর এদের অন্যতম সম্বল। ★ আমাদের দেশে জনপ্রতিনিধিরা জনগণকে শোষণ ও শাসন করে, তাই জনপ্রতিনিধিরা জনসেবক হয়ে উঠতে পারেনি। ★ ভাল কাজে অনেক বাধা, তবে ভাল কাজে সহযোগিতার অভাব হয় না। শুধু এগিয়ে যেতে হয়। **(সৌজন্যে - খবর আজকাল পরশু)**

কচ্ছপ ঃ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

★ হিন্দু ধর্মে কূর্ম অবতার ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। মৎস্য অবতারের মত কূর্ম অবতারও সত্য যুগের। ভগবান বিষ্ণু শরীরের উপরের অংশ মানুষের এবং নীচের অংশ কচ্ছপের রূপ ধারণ করেন। তাঁকে প্রথাগতভাবেই চতুর্ভুজ রূপে দেখা যায়। তিনি মহাপ্রলয়ের পর সাগরের নীচে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। সমুদ্র মন্থনের সময় তাঁর পিঠে মন্দার পর্বত স্থাপন করে মন্থনের কাজ সম্পন্ন হয়। প্রাচীন চীনে কচ্ছপের খোলস ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহার করা হত। প্রাচীন গ্রিক দেবতা হার্মিস এর প্রতীক কচ্ছপ।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ সেপ্টেম্বর২০১৮

৩.৯ ঃ অন্য দেশকে সস্তায় তেল বেচছে ভারত

গত বছর জুনে দৈনিক ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ চালু। হয়। রাজ্যের করের হিসেব মিলিয়ে কলকাতার লিটার-প্রতি দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে পেট্রোলের ৮২.১২ টাকা, ডিজেলের ৭৪.০৫ টাকা। দিল্লিতে পেট্রোলের দাম লিটারে ৭৯.১৫ টাকা, ডিজেলের ৭১.১৫ টাকা। সবচেয়ে বেশি দাম মুম্বইয়ে। পেট্রোল ৮৬.৫৬ টাকা। টাকার দাম কমায় অবস্থা আরও জটিল। সোমবার বিকেলে একটা সময় ডলার-প্রতি দর চলে যায় ৭১.১০ টাকায়। এও এক উদ্বেগজনক রেকর্ড। সরকার বিশ্বের ১৫টি দেশে লিটার-প্রতি মাত্র ৩৪ টাকা করে পেট্রোল ও ২৯টি দেশকে ৩৬ টাকা দরে ডিজেল বিক্রি করছে। প্রতিবেশী দেশ শুধু নয়, তালিকায় রয়েছে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইজরায়েলের মতো দেশগুলিও। উল্লেখ্য, জ্বালানির বেশিরভাগটাই আমদানি করতে হয় ভারতকে। দেশে উৎপাদিত বা আমদানি করা অশোধিত তেল শোধিত হয় এ দেশের শোধনাগারে। তারপর কিছুটা অংশ অন্য দেশকে বিক্রি করা হয়।

৪ ঃ মাঝেরহাট ব্রিজ ভাঙল ঃ

মৃত সৌমেন বাগ (২৮), আহত ২৪, চাপা পড়া ৬ জনকে উদ্ধার করা হয়। ৪০ মিটার ভেঙে পড়ে। তৈরি ১৯৬৪, দৈর্ঘ্য ২৫০ মিটার।

৮ ঃ বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস ঃ

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস পালিত হল বর্ধমানের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্টের বর্ধমান শাখা ও বর্ধমান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সের উদ্যোগে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ওষুধের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসায় যে ভাল সাফল্য পাওয়া যায় তা তুলে ধরা হয়।

★ শিশু নির্যাতনে চালু হল হেল্পলাইন ঃ

শিশুদের ওপর যৌননিগ্রহের ঘটনা ঘটলেই এবার থেকে সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে অভিযোগ জানানো যাবে। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে চালু হল হেল্পলাইন নম্বর। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি হল ৯৮৩৬৩-০০৩০০।

১৫ ঃ স্ত্রীকে পিঠে নিয়ে কর্দমাক্ত পথ পাড়ি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ঃ

অভূতপূর্ব নজির রাখলেন ভুটানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে। বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটে কাদা হওয়ায় স্ত্রীকে পিঠে নিয়ে পাহাড়ি পথ পাড়ি দিলেন শেরিং। যাতে স্ত্রীর পায়ে কাদা না লাগে। শেরিং লিখেছেন, স্যার ওয়াল্টার রালের মতো ড্যাশিং নই। কিন্তু স্ত্রীর পা পরিষ্কার রাখতে একজন দায়িত্ববান স্বামীর যা করা উচিত, তাই করলাম। কথিত আছে, ব্রিটিশ রানি প্রথম এলিজাবেথের পায়ে যাতে কাদা না লাগে সে জন্য পরনের চাদর রাস্তার ওপর বিছিয়ে দিয়েছিলেন স্যার ওয়াল্টার রালে।

★ বাড়িতেই দাহ স্ত্রী দেহ ঃ

দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তস্য গরিব তারাই মহাদলিত। বিহারে এই মহাদলিতদের নিয়ে জাতপাতের বিভেদ এখনও মারাত্মক। মাধেপুরা জেলার কুমারখণ্ড ব্লকের কেওতগামা গ্রামে হরিনারায়ণ ঋষিদেবের স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। গ্রামে দলিতদের জন্য কোনও শ্মশান নেই। যে শ্মশান আছে, সেখানে মহাদলিতদের প্রবেশে অনুমতি নেই। সব জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন। পাড়ায় জনে জনে গিয়ে শেষকৃত্যের কাজে একখণ্ড জমি ভিক্ষা চান, কেউ দেয়নি। অবশেষে নিজের একচালা কুঁড়েঘরের উঠোনে জমিতে স্ত্রীর দেহ দাহ করেন।

★ গাছপালা চিবিয়ে খাচ্ছে মানুষ ঃ

ইয়েমেনে সাড়ে ৩ বছর ধরে একনাগাড়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সৌদি আরব ও তার মিত্র দেশগুলো। মার্চ ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ইয়েমেনে ১৩ হাজার ৬০০ জন নিহত হয়েছে। বেসরকারি হিসেবে নিহতের সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি। ১ কোটি ১০ লক্ষ শিশু চরম খাদ্য সংকটে পড়েছে। 'সেভ দ্য চিলড্রেন' বলেছে, অন্তত ৪০ লক্ষ শিশু চরম খাদ্য সংকট এবং অনাহার-অপুষ্টিতে ভুগছে। কিছু খেতে না পেয়ে তারা এখন সিরিয়ার মতোই গাছপালা, লতাপাতা খেয়ে তৃণভোজী প্রাণীর মতো কোনও রকমে বেঁচে রয়েছে।

১৭ ঃ ব্যাথায় ছাড় ঃ

গত সপ্তাহে ৩২৮ ধরনের ওষুধ নিষিদ্ধ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তার বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আবেদন করে ওষুধ কোম্পানিগুলি। তারই প্রেক্ষিতে ব্যথা কমানোর ওষুধ স্যারিডন, ত্বকের মলম প্যানডার্ম এবং আরও একটি ওষুধকে সাময়িক ছাড় দিল সুপ্রিম কোর্ট।

★ একদিনের রাজাকে দেখতে মানুষের ঢল ঃ

একদিনের রাজাকে নিয়েই মেতে ওঠেন গোটা পুরুলিয়ার মানুষ। বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকেও মানুষের ভিড় হয় পুরুলিয়ার মফসস্‌ল থানার চাকোলতোড় গ্রাম সংলগ্ন রাজবাড়ির মাঠে। রীতিমতো মেলা বসে একদিনের রাজার ছাতা তোলা উৎসবের এই দিনে। এই উৎসবকে বলা হয় ছাতা পরব।

কথিত আছে, একদিনের রাজাকে দেখলে তাদের সারা বছর ভাল কাটে। প্রত্যেক বছর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বিকেলে শহরের মানুষ পাড়ি দেন চাকোলতোড় গ্রামে। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে এই ছাতা পরবের সূচনা হয়। তখন ছিল পঞ্চকোট রাজবংশ। কুমার শত্রুঘ্ন নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে জঙ্গলমহলের ভূমিজ রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের একবার যুদ্ধ হয়। ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সেনাবাহিনীতে ছিলেন আদিবাসীরা। ইন্দ্রনারায়ণ সেই যুদ্ধে পরাজিত হন। তারপর তাঁর সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কুমার শত্রুঘ্ন। তিনি জানিয়ে দেন, বিপক্ষের সাধারণ সেনাদের সঙ্গে তাঁর কোন শত্রুতা নেই। শান্তির প্রতীক হিসেবে বিশাল ছাতা মেলে ধরা হয়। তারপর থেকেই প্রতি বছরের বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বিকেলে ছাতা তোলা হয়। রীতি মেনে শান্তির প্রতীক হিসেবে ছাতা তুললেন রাজা অমিতলাল সিংহ। প্রায় ৩০ ফুটের ছাতা তোলা হয়। এই পরবেই আদিবাসী তরুণ-তরুণীরা নিজেদের সঙ্গীকে বেছে নেন। মেলা চলে সারা রাত। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গেই শেষ হয় ছাতা পরব।

১৮ ঃ ৫ সেকেণ্ডে মৃত্যু হয় একটা শিশুর ঃ

গত বছর সারাবিশ্বে ৬৩ লক্ষ শিশু-কিশোরের মৃত্যু হয়। বয়স অনুর্ধ্ব ১৫ বছর। এর মধ্যে ৫ বছরের কমবয়সি ৫৪ লক্ষ এবং অনুর্ধ্ব ১৫ বছরের ১৭ লক্ষ। সদ্যোজাত শিশুমৃত্যু প্রায় ৩০ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি ৫ সেকেণ্ডে পৃথিবী থেকে ঝরে পড়ে ফুলের মতো একটি শিশু। অকালমৃত্যুর অর্ধেকেই আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ পানির সংকট, পুষ্টিহীনতা, পয়ঃপ্রণালীর ঘাটতির দরুন।

১৯ ঃ কেরলের বন্যার্তদের পাশে অনাথ শিশুরা ঃ

কেরলের বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াল সুন্দরবন এলাকার একটি অনাথ আশ্রমের শিশুরা। তারা নিজেদের টিফিন খরচ বাঁচিয়ে সাহায্য করল কেরলের বন্যাদুর্গত মানুষদের। **এরপর ১৪ পাতায়**

সাপে কেটে মৃত্যু ঃ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

৮.৮ ঃ সুনীল রজক (৪৭) মারা গেল ঃ সাপের কামড়ে মারা গেলেন রাঁধুনী সুনীল রজক। বাড়ি দেওয়ান দিঘি থানার ভিটা গ্রামে। তিনি পলাশী গ্রামে যান রান্নার কাজে। সেখানেই তাকে সাপে কামড়ায়। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সন্ধ্যা মারা যান।

৯ ঃ নন্দিনী প্রধান (৮) মারা গেল ঃ বিছানায় ঘুমিয়ে থাকার সময় বিষাক্ত সাপ কাটে ওড়িশার ভোগরাই গ্রামের রণকুঠার বাসিন্দা এই কিশোরীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে না নিয়ে এসে স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। চলে দীর্ঘ প্রায় দু-তিন ঘণ্টা ধরে নানান কসরত। এরপরেই পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষা করেন।

৯ ঃ অচিন্ত্য মণ্ডলকে সাপে কাটল ঃ সাপের আতঙ্কে সিঁটিয়ে রয়েছে পুরো কলেজ ক্যাম্পাস। এরই মধ্যে কলেজ থেকে বের হবার সময় দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া অচিন্ত্য মণ্ডলকে কামড়ায় বিষধর সাপ। ঘটনাটি ঘটেছে তেহট্টের বেতাইতে ডঃ বি আর আম্বদকর কলেজে। অচিন্ত্যকে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর সন্ধ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে একটি বিষধর সাপের দেখা মেলে। সাপটিকে কালাচ বলেই মনে করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

১৩ ঃ কাজল বাদ্যকর (৪০) প্রয়াত ঃ ধান রোয়ার কাজ করার সময় সাপের কামড়ে মারা গেলেন কাজল বাদ্যকর। বাড়ি আউশগ্রামের সর গ্রামে। সকালে তিনি গ্রামের পূর্বপাড়ার মাঠে ধান রোয়ার কাজ কারার সময় তার হাতে সাপে কামড় দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

১৪ ঃ নার্স ফেসবুকে ব্যস্ত : মারা গেল রাজা সাহা ঃ উপযুক্ত চিকিৎসা না করে সাপে কাটা যুবককে দীর্ঘক্ষণ হাসপাতালে ফেলে রাখায় মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি সদরের বসিন্দা রাজা সাহা নিজের বাড়ির ঘরে কাজ করছিলেন। ওই সময় ঘরের কোণে থাকা একটি বিষধর সাপ তাকে কামড়ায়। তড়িঘড়ি রাজাকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

১৭ ঃ অরুণ মাঝি (৪২) মৃত ঃ ঘুমের মধ্যে সাপের ছোবলে অরুণ মাঝি পুড়শুড়া থানার অধানে বৈঠা কুলবাতপুরের বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে। তড়িঘড়ি তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

★অঙ্কিতা দাস (৬) মারা গেল ঃ রায়নার বেলসর গ্রামে সাপের ছোবলে অঙ্কিতা দাসের মৃত্যু হয়েছে। রাতে ঘুমিয়ে থাকার সময় তাকে সাপে ছোবল দেয়। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো পর মৃত্যু হয়েছে।

১৮ ঃ জয় রায় (১৪) মারা গেল ঃ বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু হল। গোঘাটের পশ্চিমপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাতশালা গ্রামে। খাওয়া-দাওয়ার পর তাদের ঘরের মেঝেতে ঘুমিয়ে থাকার সময় একটি বিষধর সাপ তাকে কামড়ায়। রাতেই তাকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করলে রাতেই জয়ের মৃত্যু হয়।

২০ ঃ সুশীলকুমার পাঁজা (৬০) ও বিমলা কিস্কু (৭০) প্রয়াত ঃ গত ১৫ আগস্ট জমিতে চাষের কাজ দেখতে গেলে তার পায়ে সাপে কামড়ায়। তাকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ও ১৭ আগস্ট বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সকালে তার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, রাত্রে ঘুমিয়ে থাকার সময় সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় মিবলা কিস্কুর। বাড়ি রায়নার রামাবাটি এলাকায়। রাত্রে মাটির ঘরে ঘুমিয়ে থাকার সময় তাঁর হাতে সাপ কামড়ায়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তার মৃত্যু হয়।

২২ ঃ জাহাঙ্গির সেখ (২২) ও মাস্তুরা খাতুন (২) মারা গেল ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় ঘরের ভেতরে সাপের কামড়ে জোড়া মৃত্যু হল বাবা ও মেয়ের। ঘটনাটি ঘটে নবগ্রাম থানার বিলবাড়ি এলাকায়। তিনি ছোটেন ওঝার বাড়িতে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর ছোট্ট মেয়েকেও সাপে কামড়ায়। ২ জনকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ওখানে মারা যায়।

★সোহাগ হোসেন (১৯) মারা গেল ঃ বুধবার ঈদের সকালে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় বাদুড়িয়ার দক্ষিণ বেনা গ্রামে বাসিন্দা সোহাগ হোসেনের। এদিন রাত আড়াইটে নাগাদ ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড়ায়। হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তার।

২৩ ঃ বিকাশ রায়ের (৩৮) মৃত্যু হয় ঃ তার বাড়ি ভাতার থানার বড়বেলুন গ্রামে। মাঠে কাজ করার সময় তার হাতে চন্দ্রবোড়া সাপে কামড়ায়। তাকে প্রথমে ভাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় এরপর তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর বৃহস্পতিবার বিকালে তার মৃত্যু হয়।

২৬ ঃ দুলাল মুর্মুর (৬০) মৃত্যু হল ঃ বীরভুমের বোলপুরের পদ্মাবতীপুর এলাকায় সাপের কামড়ে দুলাল মুর্মুর মৃত্যু হল। সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে রাস্তায় যাওয়ার সময় সাপে কামড়ায়। তাকে প্রথমে সিয়ান হাসপাতাল ও পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হলে রবিবার রাতে তার মৃত্যু হয়।

২৯ ঃ দু'মুখো সাপ বিক্রির চেষ্টায় ধৃত ৩ বন্ধু ঃ বাজার দর কমপক্ষে এক কোটি টাকা। কিন্তু সেই প্রাণী মাত্র ১৫ লাখ টাকায় বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল তিন বন্ধু। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের পানভেলে একটি দুষ্প্রাপ্য রেড স্যান্ড বোয়া সাপ বিক্রি করতে গিয়ে ধারা পড়েছেন গণেশ পাতিল, নীলেশ বাইগ ও আবিষ্কার মাত্রে। তারা সাপটি পেন অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে থেকে কিনেছিলেন। উদ্ধার করা সাপটির ওজন আড়াই কেজি ও দৈর্ঘ্য ৩.৫ ফুট। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের বিশ্বাস, রেড স্যান্ড বোয়া অত্যন্ত শুভ একটি সাপ। সাপটি সৌভাগ্য এনে দিতে পারে তার মালিককে বলেও অনেকে বিশ্বাস করে। রেড স্যান্ড বোয়া-কে উপমহাদেশে মূলত দু'মুখো সাপ বলা হয়। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে মুম্বাইতে এমন একটি সাপ ৪০ লাখ টাকায় বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এক ব্যক্তি। সেই চার ফুট দৈর্ঘ্যের সাপটিকে বনবিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সেপ্টেম্বর ২০১৮

১ ঃ বুদ্ধদেব পন্ডিত (২৬) প্রয়াত ঃ আরামবাগের বলাইচকের ঘটনা। মাঝরাতে হঠাৎই ডানপায়ের বুড়ো আঙুলে দংশন অনুভব করেন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে মারা যায়।

২ ঃ সুস্মিতা মাহাত (৬) মারা গেল ঃ পুরুলিয়ার মানবাজার থানা এলাকার বাগডেগা গ্রামে মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকার সময় সাপের কামড়ে মারা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ততক্ষণে মারা যায় সে।

৩ ঃ সাহাবান (৩৮) প্রয়াত ঃ ঝাড়খণ্ড জেলার ধানবাদের ভাঙ্গাবাঁধের বাসিন্দা রাজমিস্ত্রি মহম্মদ সাহাবান (৩৮)কে সাপে কামড়ায়। রাতেই ধানবাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে জামতাড়ার মিহিজাম হাসপাতাল, পরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ভোরবেলায় সাহাবানের মৃত্যু হয়। ২ জন ওঝাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে আত্মীয় পরিচয় দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে **এরপর ১৫ পাতায়**

উপোস

সাহিনা সরদার

উপোস করলে যদি ভগবান খুশি হতেন,
তাহলে এই পৃথিবীতে বহুদিন খালি পেটে থাকা অভুক্ত ভিখারিরা সব থেকে বেশি ভগবান হতো।
উপবাস অন্নের জন্য নয়, বিচার ধারায় করুন। নিজের চোখে সঠিক হওয়া প্রয়োজন।
মানুষ তো ভগবানের উপর সন্তুষ্ট নয়।
পাখি জীবন্ত অবস্থায় পিঁপড়েকে খেয়ে নেয়, আর পাখি যখন মরে যায় পিঁপড়ে তাকে খেয়ে নেয়,
মনে রাখা জরুরি, সময়ের পরিস্থিতি যে কোন সময় বদলাতে পারে।
কখনও কাউকে অপমান করা উচিত নয়, কখনও কাউকে কম জোর ভাবা উচিৎ নয়, তুমি শক্তিশালী হতে পারো, কিন্তু সময় তোমার থেকেও বেশি শক্তিশালী।
একটা গাছের পাতা লক্ষ লক্ষ দেশলাই কাঠি হতে পারে; কিন্তু একটা দেশলাই কাঠি লক্ষ লক্ষ গাছকে জ্বালাতে পারে।
কোন মানুষ, যতই মহান হোক না কেন, প্রকৃতি কখনই কাউকে মহান হওয়ার সুযোগ দেয় না,
কোকিলকে কণ্ঠ দিয়েছেন, কিন্তু রূপ কেড়ে নিয়েছে।
রূপ দিল ময়ূরকে, কিন্তু ইচ্ছা কেড়ে নিয়েছে।
ইচ্ছা দিল মানুষকে, কিন্তু শান্তি কেড়ে নিয়েছে।
শান্তি দিল সাধুকে, কিন্তু সংসার কেড়ে নিয়েছে।
কখনই নিজের উপর অহংকার করো না।
তুমি তো সাধারণ মানুষ,
ভগবান তোমার আর আমার মত কত মানুষকে মাটি দিয়ে বানিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে।
জীবনের কঠিন সত্য যেটা আমরা তা বুঝতেই চাইনা
মানুষ পৃথিবীতে তিনটি জিনিসের জন্য পরিশ্রম করে,
নিজের নাম খ্যাত হোক, নিজের পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর হোক, নিজের বাসস্থান সুন্দর হোক
কিন্তু মানুষ মারা যাওয়ার পরে ভগবান তার এই তিনটি জিনিস সর্ব প্রথম বদল করে দেয়
তা হলো - নাম যা, স্বর্গীয় হয়ে যায়
বস্ত্র সাদা থান বা কাফন
আর বাসস্থান শ্মশান বা কবর

সুন্দরবনের বাসন্তীতে ভাষা দিবস

আজকের বসুন্ধরা প্রতিনিধি ঃ বাসন্তী বাজারে নেতাজী পাঠাগারের উদ্যোগে জাঁকজমকের সঙ্গে ভাষা দিবস পালিত হলো। স্কুলের ছাত্রছাত্রী, পাঠাগারের পাঠক-পাঠিকা, এলাকার কবি সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এসেছিলেন কোচবিহার থেকে বিশিষ্ট কবি চৈতালি ধরিত্রীকন্যা। তিনি গান ও স্বরচিত কবিতা আবৃত্তিসহ ভাষা দিবসের ভাবনা ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, স্থানীয় শিক্ষক অমল নায়েক প্রমুখ ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ছিলেন কান্তিলাল দেবনাথ, লাইব্রেরিয়ান তাপস পাল, পঃ সমিতির সভাপতি কামালুদ্দিন লস্কর, অজয় দে, পঃ সদস্য উত্তম দাস, নিমাই সাহা (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), গোপাল কুণ্ডু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও সংগীত থাকায় ভাষা দিবস প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ সেপ্টেম্বর২০১৮

বারো পাতার পর

সঙ্গে ছিল চম্পা মহিলা সমিতি ও এলাকার প্রাক্তন শিক্ষক প্রভুদান হালদার। প্রভদানবাবু দিলেন একদিনের পেনশনের টাকা। পাশাপাশি বাসন্তী হাইস্কুল, শিবগঞ্জ জুনিয়র হাইস্কুল ও তরুণতীর্থ মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়েছে। প্রভুদান হালদার বলেন, এই দান খুবই সামান্য হলেও সুন্দরবন পাশে থাকল। ভালো লাগছে।

★ সুন্দরবনে শুরু সাফাই অভিযান ঃ

ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয় ও সুন্দরবনের এক স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনের উদ্যোগে বাসন্তীর কুলতলি বাজারে সাফাই অভিযান হয়েছে। সাফাই অভিযানের পরেই সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হল পর্যটন বিভাগের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের সহ অধিকর্তা সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী। সভাপতি কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির কর্ণধার লোকমান মোল্লা।

২০ ঃ খাবার খেয়ে ইচ্ছামতো বিল দিন ঃ

মেনু কার্ডে খাবারের নাম লেখা থাকলেও নেই কোনও বাঁধাধরা দাম। কারণ এই রেস্তরাঁয় নিজের খুশিমতো খাবারে দাম দেন ক্রেতা। তাই ক্রেতার এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই এখনও একই নিয়মে চলে যাচ্ছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত এই রেস্তরাঁ। দার ওয়েনার দিওয়ান নামে এই রেস্তরাঁয় মেলে পাকিস্তানি খাবার।

২২ ঃ সঙ্গিনীর মৃত্যুতে পাগল গাধাকে দেওয়া হল বিয়ে ঃ

মহিযউরোর হুরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। সেখানকার এক নিঃসঙ্গ গাধার বিয়ে দিয়েছেন গ্রামবাসী। একেবারে পুরোহিত ডেকে, নতুন জামা-কাপড় পরে, সিঁদুর, আতপ চাল, মালা, মঙ্গলসূত্র, বিয়ের সমস্ত নিয়ম মেলে তাদের বিয়ে দিলেন গ্রামবাসী। বরের দ্বিতীয় বিয়ে, মাত্র কয়েকমাস আগে এক চিতা বাঘের আক্রমণে হারিয়েছে জীবনসঙ্গিনীকে। কনে আবার বছর চারেকের ছোট। তার উপর ৬০ কিলোমিটার দূরে চামারাজানগর জেলা থেকে নতুন পরিবেশে আসা।

২৬ ঃ বাসন্তীতে পঞ্চায়েত সমিতি গড়ল তৃণমূল ঃ

বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৩৯, তৃণমূল কংগ্রেস-৩৫টি আসনে জয়ী হয়। এছাড়া বিজেপি ৩টি এবং নির্দল ১টি আসন পায়। ২৩ জন সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন কামালউদ্দিন লস্কর, সহ সভাপতি পদটি পান শিবানী বর। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনে ১ জন সদস্য অনুপস্থিত থাকায় ৩৮ জন সদস্য ভোটাভুটিতে হাজির ছিলেন।

আইনি অধিকার - ২৯

রাস্তায় গাড়ি রাখা যাবে ৪৫০ টাকায়

★ গাড়ি আছে। গ্যারেজ নেই। বাড়ির সামনে রাস্তাতেই গাড়ি রেখে দিন। রাতে শহরের বড় রাস্তায় বেআইনি পার্কিংকে বৈধতা দিতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুরসভা। মাসিক ৪৫০ টাকায় কলকাতার রাস্তায় নিশ্চিন্তে রাতে গাড়ি রাখতে পারবেন স্থানীয়রা। গাড়ির মালিকের নাম, ঠিকানা, যে রাস্তায় গাড়ি রাখতে চায় সেখানকার নাম বিস্তারিত উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে। একমাসের ভাড়া বাবদ। আবেদনের ভিত্তিতে পুরসভা থেকে একটা স্টিকার দেবে। গাড়িতে পুরসভার নাইট পার্কিং স্টিকার লাগিয়ে নিশ্চিন্তে রাতে রাস্তায় গাড়ি রেখে দেওয়া যাবে। বেআইনি পার্কিং দেখালেই ১০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। (৪.১২.১৭)

সৌদিতে বোরকা বাধ্যতামূলক নয়

★ কট্টরপন্থী মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত সৌদি আরব এখন বদলে যাচ্ছে। সৌদি আরবের একজন ধর্মীয় শীর্ষনেতা বলেছেন, সে দেশে মেয়েদের বোরকা পরা বাধ্যতামূলক নয়। মেয়েদের আব্রু বজায় রেখে পোশাক পরতে হবে। (১২.২.১৮)

মহার্ঘ তাজমহল

★ তাজমহলের দর্শন খরচ ফের বাড়ছে। ৪ গুণ বাড়ছে। ছিল ৫০ টাকা হবে ২০০ টাকা। বন্ধ হবে দক্ষিণদিকের দরজা। বাইরে ও ভিতরের সমাধিস্থলের টিকিট কাটতে হবে একসঙ্গে। (১৩.২.১৮)

৮০ দেশের জন্য কাতার ভিসাহীন

★ ভারত সহ ৮০টি দেশের নাগরিকদের কাতারে ভিসা ছাড়াই ঢুকতে দেওয়ার ব্যবস্থা করল সে দেশের সরকার। কাতার সরকার ঘোষণা করেছে আমেরিকা, ব্রিটেন, ভারত, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ মোট ৮০টি দেশের নাগরিকদের এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কনফার্মড রিটার্ন টিকিট থাকলে এবং বৈধ পাসপোর্ট থাকলে হবে। (১০.৮.১৭)

তেরো পাতার পর

সাপে কেটে মৃত্যু

ওঝার কেরামতি দেখাতে থাকে কিছুক্ষণ।

৪ ঃ লক্ষ্মীন্দর টুডু (২৬) ও বাবুলাল টুডু (৪৫) মারা গেল ঃ শক্তিগড়ের মহিপাল এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মীন্দর টুডু (২৬) শক্তিগড় থানার সড্যা গ্রামে চাষের কাজ করছিলেন। তাকে সাপে ছোবল দেয়। সংকটজনক অবস্থায় তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তার মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকার সময় সাপের কামড়ে ছোবলে বাবুলাল টুডু (৪৫) নামে বাড়ি গলসি থানার শ্যামসুন্দরপুর এলাকার বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে তার মৃত্যু হয়।

৭ ঃ মনসা সিংয়ের মৃত্যু ঃ খড়্গপুর গ্রামীণের বসন্তপুরে। মনসা সিং ও সুমন সামন্তকে রাতে সাপ কামড়ায়। সকালে স্থানীয় নার্সিংহোম নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের কলকাতার সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় মনসা সিংয়ের।

৮ ঃ বৃষ্টি বাউল (৭) মারা গেল ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার আবুজহাটি ২ পঞ্চায়েতের দত্তপাড়া এলাকায়। ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুটির মাথায় সাপের ছোবল মারলে রাতেই বৃষ্টিকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। **(পরের সংখ্যায়)**

জীবিকা - ১০

ভিখারির আয় চার লক্ষ টাকা

★ সারা দেশে প্রচুর ভিখারি। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতে ভিক্ষে করেন তারা। ভিখারিদের মধ্যে অনেকে আবার পেশাদারও। এই পেশাদার ভিখারিদের কারও আয়ের পরিমাণ শুনলে চমকে যেতে হয়। ঝাড়খণ্ডের এক ভিখারির আয় বছরে ৪ লক্ষ টাকা। বছর ৪০-এর ছোটু বারাই শারীরিক প্রতিবন্ধী। ভিক্ষে করেই তার মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকা। চক্রধরপুর রেলওয়ে স্টেশনকে ঘিরেই চলে তার পেশা। এই স্টেশনে যে ট্রেনগুলি দাঁড়ায় সেগুলিতে চড়েই যাত্রীদের কাছে ভিক্ষে চান তিনি। তার তিনজন স্ত্রী। তাদের প্রত্যেককেই নির্দিষ্ট পরিমাণ মাসোহারা দেন। তবে শুধু ভিক্ষেই নয়। তার ব্যবসাও রয়েছে। স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র বিক্রয়কারী একটি কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর ছোটু। তিন স্ত্রী-র মধ্যে একজনের আবার বাসনের দোকান রয়েছে। এই দোকান থেকেও লাভ হয়।

লুপ্ত কচ্ছপের পুনরুদ্ধার

জর্জ মল্লিক ঃ পৃথিবীতে বিরল কচ্ছপ 'বাটার-গু বাসকা'। এই প্রজাতির কচ্ছপ এখন লুপ্তপ্রায়। সারা পৃথিবীতে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি এই কচ্ছপ আছে। সুন্দরবনের নদীতে এই প্রজাতির কয়েকটি কচ্ছপ পাওয়া যায়। তাদের ধরে সজনেখালির ব্যাঘ্রপ্রকল্পের একটি জলাভূমিতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে একটি স্ত্রী কচ্ছপের ডিম ফুটে গত ২৪ মে '১২, ২৫টি বাচ্চা হয়েছে। ফলে লুপ্তপ্রায় এই বাটারগু বাসকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।

সারা পৃথিবীতে এই কচ্ছপের সংখ্যা নাকি মাত্র ৩৯টি। তার মধ্যে সজনেখালি-১১, এছাড়া আশে ওড়িশায় ভিতর কণিকা, মাদ্রাজে ও বাইরের দুটি দেশে। সুন্দরবনে ধরা পড়ে ১১টি বাটারগু বাসকাকে একটা পুকুরে রেখে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। প্রায় ১০ বছর ধরে ঐ পুকুরে ছিল এই কচ্ছপগুলো। এদের মধ্যে ৮টি পুরুষ ও ৩টি স্ত্রী। এখন এই ২৫টি বাচ্চাই সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিক ও কর্মীদের ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন। অত্যন্ত যত্ন সহকারে এদের পালন করা হচ্ছে। এই খবর ছড়িয়ে যাওয়ায় চেন্নাই থেকে বেশ কয়েকজন প্রাণী বিজ্ঞানী সুন্দরবনে এসেছেন যাঁরা এই বাচ্চাদের দেখভাল করছেন। কচ্ছপগুলো একটু বড় হলে নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এই বাদামী রঙের কচ্ছপের পিঠের খোলটি অনেকটা ফুটবলের মত দেখতে। লম্বায় ১.৫ ফুট। এদের স্ত্রী বাটাগড় খুবই রক্ষণশীল। সঙ্গী হিসাবে সব পুরুষকে মেনে নেয় না। তাই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে দীর্ঘ সময় লাগল। আগে দুবার ওরা ডিম পেড়েছিল কিন্তু বাচ্চা ফোটেনি। এবার প্রথমে বাচ্চাগুলোকে ব্যাঙের বাচ্চার মত লাগছিল। ৫ দিন পর চিহ্নিত করা যায়। এদের মাংস সুস্বাদু, মানুষ এদের খেয়ে শেষ করে দিল।

বিজ্ঞপ্তি

এপ্রিল-মে সংখ্যায় - জল, জুন - পরিবেশ, জুলাই সংখ্যায় থাকছে সুন্দরবনের চাষবাস, আগস্ট - সুন্দরবনের মধু ও মৌমাছি। গ্রাহক হোন। ডাকে পত্রিকা পাবেন।

AAJKER BASUNDHARA ◆ VOL.-8, NO. 5 ◆ MARCH 2019 ◆ MONTHLY
◆ REGD. RNI NO. WBBEN/2011/41525 ◆ RS. 2.00

রাজ্য সরকারের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সুবর্ণ সুযোগ

পরিচালনায় ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

সুবর্ণ সুযোগ

রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উৎকর্ষ বাংলা (PBSSD) এর অধীনে এতদাঞ্চলের যুবক যুবতীদের জন্য বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আমাদের এখানে। বর্তমান সংকটপূর্ণ অবস্থানে থেকে বেকারত্বের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মানব সম্পদকে বাঁচাতে ও স্বাবলম্বী করতে সরকারের সাথে যৌথভাবে আমাদের সংগঠন নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে কিভাবে এই বেকরাত্ব দূরীভূত করে সমুদয় উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়া যায়।

উদ্দেশ্য

● পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বনির্ভর করা। ● তথ্য ও প্রযুক্তিতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা। ● ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা। ● আন্তর্জাতিক মানের সরকারি সার্টিফিকেট প্রদান করা। ● সরকারি লোন ও চাকরিতে বিশেষ সহযোগিতা করা। ● কোর্স শেষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত স্টাইপেন্ড সরাসরি এ্যাকাউন্টে প্রদান করা। ● কৃষক সমাজকে আরো উন্নত করা ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করা।

কোর্স সমূহ

১। কম্পোস্ট সার তৈরি ২। জৈব বা অর্গানিক চাষ ৩। সেলাই প্রশিক্ষণ
৪। ছুতোর প্রশিক্ষণ ৫। ইলেকট্রিকের প্রশিক্ষণ

শর্তাবলী

১। বয়স হতে হবে ১৪ বছর বা তার বেশি।

২। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম বা তার বেশি (কোর্স অনুযায়ী)।

৩। আধার কার্ড ৪। দুই কপি পাসপোর্ট ফটো।

৫। ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট বই এর জেরক্স ৬। সর্বোচ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র।

যোগাযোগ ঃ- জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩১২

মোবাইল- ৯০৯১২০২৮৩৮ / ৮০১৬৭২৮৯৮৮ / ৮০১৬৩৭৭৪৬৬

বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন

ভর্তি চলছে

একটি আদর্শ ও উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রচ্ছদ - দিব্যেন্দু মণ্ডল, পোষ্ট ও গ্রাম - জ্যোতিষপুর, থানা - বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন - ৮৬০৯৯৭১৭৭৩

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS
● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134
● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com ●

EDITOR : PRABHUDAN HALDAR